পাক্ষিক

আহমদী

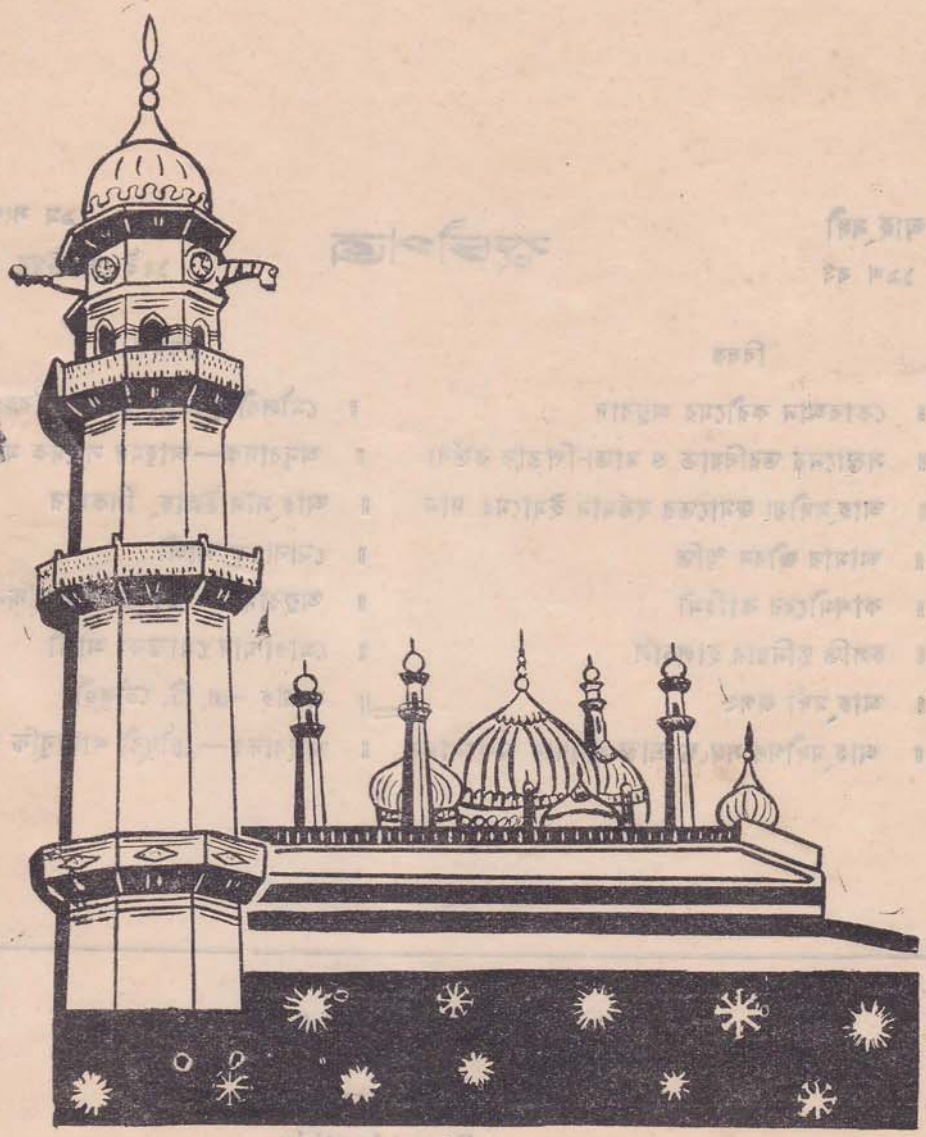

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৯ম সংখ্যা
১৫ই সেপ্টেম্বর, '১৯৬৫

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
১৯শ বর্ষ

সূচীপত্র

৯ম সংখ্যা
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ ইসাব্দ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহমদ (রহঃ)	১৭৭
সন্তানের তরবিয়াত ও মাতা-পিতার কর্তব্য	অনুবাদক—আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৭৮
আহ্‌মদীয়া জমাতের বর্ত্তমান ইমামের দান	আহ্‌সান উল্লাহ্‌ সিকদার	১৮১
আমার জীবন স্মৃতি	মোবারক আলী	১৮৭
কাশমীরের কাহিনী	অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দিন আহ্‌মদ	১৯৯
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	২০৩
আহ্‌মদী জগৎ	সংগ্রহ—এ, টি, চৌধুরী	২০৫
আহ্‌মদীগণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন	অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দি আহ্‌মদ	২০৭

For

COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৯শ বর্ষ : ১৫ই সেপ্টেম্বর : ১৯৬৫ সন : ৯ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

৬ষ্ঠ রুকু

৪৯। আরাফবাসীরা এমন লোকদিগকে ডাকিবে যাহাদের লক্ষণ দেখিয়া তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে ; বলিবে তোমাদের সংঘ এবং তোমাদের আত্মম্ভরিতা তোমাদের কোন কাজে আসে নাই।

৫০। (মুসলমানদের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিবে) ইহারাই কি সেই লোক যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা হলফ করিয়া বলিতে আল্লাহ্‌ ইহাদের উপর কোন অনুগ্রহ করিবেন না ? (তখন বলা হইবে, হে মুমিনগণ !) তোমরা বেহেস্তে

প্রবেশ কর; তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা কোন চিন্তাও করিবে না।

৫১। দোযখবাসীরা বেহেস্তবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে যে, কিছু পানি এবং অন্য যাহা আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহা হইতে কিছু আমাদের উপর ফেলিয়া দাও। তাহারা বলিবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ (বেহেস্তের পানি ও খাদ্য) উভয়ই কাফিরদের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

সন্তানের তরবিয়াত ও মাতা-পিতার কর্তব্য

ইয়াওমে ওয়ালেদাইন (অভিভাবক দিবস) উপলক্ষে

কেন্দ্রিয় মজলিস খোদ্দামুল

আহ্‌মদীয়ার মাননীয় সদর সাহেবের পয়গাম

প্রিয়ভ্রাতৃবৃন্দ,

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কার্য্যসূচী অনুসারে ইয়াওমে ওয়ালেদাইন অনুষ্ঠানের পিছনে আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে আহ্‌মদীয়াতের নূতন ও তরুণ বংশধরের শিক্ষা এবং তরবিয়ত ও ইসলাহ্‌ (চরিত্রগঠন ও সংশোধন) এর মহান ও পবিত্র কাজে আমরা যেন সেই সকল আহ্‌মদী ভাইগণের সহযোগিতা অর্জন করিতে পারি যাহাদিগকে আল্লাহ্‌তালা সন্তান লাভের নেয়ামতে ভূষিত করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইতে হয় যে, মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া এবং আত্‌ফালুল আহ্‌মদীয়ার গঠন ও ব্যবস্থাবিধান সম্পর্কে আহ্‌মদী মাতা-পিতাগণের দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্তপূর্ণ ছিল এবং ইহার জন্য কিছুটা দায়ীও ছিলেন স্বয়ং মাতা পিতারাই; আর কিছুটা আমাদের কার্য পন্থার ত্রুটি। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বুঝা পড়ার অভাবে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইতেছিল। ফলে একটি মহল সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের সন্তানদিগের দীনি তরবিয়ত সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন এবং তাহাদের নিজেদের দায়িত্বভার খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া মনে করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পক্ষে কর্তব্য পালন শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া মাতাপিতাদের মধ্যে আর একটি মহল এরূপও ছিল যাঁহারা তাঁহাদিগের সন্তানদের ব্যাপারে মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়াকে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপকারী বলিয়া ধারণা করিতেছিলেন। ইহার ফলে তরুণদের শিক্ষা ও তরবিয়তের কাজ যাহা পূর্ব হইতেই একটা জটিল সমস্যা ছিল, তাহা আরও জটিলতর হইয়া দাঁড়ায়। আমার ধারণা জমাতের যুবক সম্প্রদায়ের তরবিয়তে যে অভাব ও অবনতি ঘটিয়াছে উহার একটি অন্যতম কারণ মাতাপিতা এবং খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা এবং সহযোগীতার অভাব। এই ত্রুটিমূলক পরিস্থিতি অপসারনের জন্য এবং আহ্‌মদী মাতাপিতাদিগকে আল্লাহ্‌ ও রসুলের নামে তাহাদেরই কল্যানার্থে পরস্পর সহযোগীতার আহ্বান জানাইবার উদ্দেশ্যেই আমি "ইয়াওমে ওয়ালেদাইন" এর প্রোগ্রাম জারী করিয়াছি।

স্পষ্টতঃ বোঝা যায় যে সন্তানের তরবিয়তের আসল দায়িত্বভার মাতাপিতার উপর ন্যস্ত হয়, এবং

মাতাপিতাই আল্লাহ্‌তালার সমীপে তাঁহার এই দান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবেন যে তাঁহারা কতখানি উহার কদর করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে—

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم
نارا و قودها الناس و الحجارة ٥

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! নিজদিগকে এবং আপন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদিগকে দোজখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টাচরিত্র কর—সেই ভয়াবহ অগ্নি হইতে যাহার ইন্ধন হইতেছে, মানুষ এবং প্রস্তর।

সুতরাং কোরআনের এই আয়াত অনুসারে তরুনদের তরবিয়তের দায়িত্বভার তাহাদের মাতা পিতাদের উপর ন্যাস্ত। যদি তাঁহারা এই দায়িত্ব পালন না করেন এবং সন্তানদিগকে কেবল দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন এবং উপার্জ্‌নের প্রতিই উৎসাহিত করা যথেষ্ট মনে করেন তাহা হইলে তাঁহারা শুধু নিজেদের সন্তানদের প্রতি শত্রুতা করিয়া তাহাদের জন্য দোযখের পথ সুগম করিবেন না; বরং নিজেদের পরকালকেও বিনষ্ট করিবেন।

অতএব "ইয়াওমে ওয়ালেদাইন" অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য এই যে আমরা আহ্‌মদী মাতাপিতাগণের নিকট আল্লাহ তালার নামে, আহ্‌মদীয়াতের নামে, তাঁহাদেরই সন্তানদিগের কল্যান ও পরিত্রানের দোহাই দিয়া এই বিনিত নিবেদন করি যে আপনারা নিজ সন্তানদিগের দীনি তালীম ও তরবিয়াত (ধর্মীয় শিক্ষা ও চরিত্র গঠন)-এর কাজে মজলিসে খুদ্দামুল আহমদীয়ার সাহায্য করুন এবং এই দায়িত্ব পালন করিয়া নিজ সন্তানদিগকে দোজখের আগুন হইতে রক্ষা করুন। আর তাহাদের জন্য জান্নাত লাভের ব্যবস্থা করুন যাহাতে তাহারাও সেই নুর ও বরকতের (ঐশী আলো ও কল্যাণের) অধিকারী হয়, যাহা আল্লাহ্‌র জামাতের জন্য নির্দিষ্ট এবং উহার বৈশিষ্ট; আর তাহারাও যেন সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিগণের অন্তর্ভূক্ত হয়, যাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালার নূরকে ছড়াইবার, পূণ্য ও নিষ্ঠা, সত্য ও সৎপরায়ণতা এবং খোদা ভিরুতাকে দুনিয়াতে কায়েম করিবার নিমিতে আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে নিয়োজিত হন। হত-ভাগ্য সে ব্যক্তি এবং নিজ সন্তানের বড় শত্রু সেই পিতা যে তাহাদের জন্য দুনিয়ার ধন সম্পদ, জাঁকজমক ও সমারোহ কামনা করে, কিন্তু তাহার এ বিষয়ে কোন লক্ষ্য নাই যে তাহার সন্তান ঈমানের ধন, তাকওয়ার ধন এবং খোদা ও রসুলের মহব্বতের ধনও লাভ করিল কি না।

হায়! আমার যদি সেই শক্তি থাকিত, হায়! আমি যদি সেই শব্দ খুজিয়া পাইতাম, যদ্বারা আমার ভাইদিগকে বিশ্বাস করাইতে পারিতাম যে দুনিয়ার কোন ধনই মানুষের সত্যিকার সুখ সাধন করিতে পারে না এবং তাহাকে প্রকৃত আনন্দ দান করিতে অক্ষম। সত্যিকার সুখ ও প্রকৃত আনন্দ শুধু মানুষের বক্ষস্থিত গুপ্ত ধন দ্বারাই লাভ হয়। তাহা হইলে ঈমান, একীন (দৃঢ় বিশ্বাস), আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং তাহার নৈকট্য, যদ্বারা সত্যিকার সুখ ও প্রকৃত আনন্দ লাভ হয়। আমাদের মাতা পিতা মোহদয়গণ একথাটি খুবই যত্নের সহিত স্মরণ রাখিবেন যে, আপনারা যদি নিজ সন্তানদিগকে শুধু দুনিয়া উপার্জন ও জড়বাদিতার রাস্তায় তুলিয়া দিবেন, তা হইলে তাহারা বড় হইয়া আপনাদের জন্য দোয়া করিবে না এবং আপনাদিগকে আপন হিতৈষী মনে করিবে না। ইহার পরিণামে আপনাদের নিজের জন্যও এবং আপনাদের সন্তানদের পক্ষেও অনুতাপ ও হা-হুতাস ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না।

দ্বিতীয়তঃ যে ভুল বোঝাবুঝি মাতাপিতাদের মধ্যে সৃষ্টি হইতেছিল, যাহা দূরিভূত হওয়া ভবিষ্যৎ বংশধরের এসলাহ (সংশোধন)-এর জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা হইল এই যে কতক মাতা-পিতারা মজলিসকে

তাহাদের নিজ অধিকারে হস্তক্ষেপকারী ও তাহাদের সন্তানদিগের শত্রু বলিয়া গণ্য করিতেছিলেন। আমি মজলিসের সদর হিসাবে এরূপ সমস্ত ভাইগণের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে ইহা সঠিক নহে। আমরা আপনাদের এবং আপনার সন্তানদিগের খাদেম। ইহা ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। আমাদের সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইল শুধু খেদমত বা সেবা—আপনাদের এবং আপনাদের সন্তানের। যদি আমাদের সংগনের উদ্দেশ্য ও কার্যসূচীর ফলে বালকগণ প্রগল্‌ভ হইয়া যায় এবং মাতা-পিতাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং তাহাদের আদেশ পালনকে উপেক্ষা করে তাহা হইলে আমরা নিজেরাই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিব। তেমনিভাবে মাতা পিতাগণ যদি তাহাদের সন্তানের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করেন যে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া এবং আতফালুল আহ্‌মদীয়ার কর্মকর্তাগণ তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী নহে, তাহইলে তাহারা নিজ সন্তানদিগের প্রতি এবং আমাদের প্রতিও জুলুম করিবেন। সুতরাং এই সুযোগে আমি মাতাপিতাদের খিদমতে এই আবেদনও জানাইতেছি যে যাঁহাদের মনে ভুল ধারণা আছে, তাঁহারা যেন উহা তাঁহাদের মন হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন এবং বিশ্বাস করেনা যে আমাদের উদ্দেশ্য তাঁহাদের সন্তানদিগের সেবা করা এবং ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে। আমরা শুধু ইহাই চাই যে তাঁহাদের সন্তানরাও তাকওয়ায় পরিপূর্ণ এবং ধর্মসেবায় মনোযোগী হউক। ইহা সম্ভবপর যে কোন কোন কর্মকর্তার পক্ষ হইতে মাতাপিতাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিপন্থি ব্যবহার দেখান হয়, অথবা এরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, যাহা মাতা পিতারা লাভজনক মনে করেন না। এরূপ অবস্থায় মাতাপিতার কর্তব্য হইবে, কায়েদ অথবা কেন্দ্রের দৃষ্টী আকর্ষণ করা, যেন মাতাপিতাদের অভিযোগ সঠিক হইলে উহার সংসোধন করা যায়, অথবা যদি ভুল বোঝাবুঝি হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা যেন দুর করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি কারণে আমি ইয়াওমে ওয়ালেদায়ন অনুষ্ঠান মজলিসের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। এই সুবর্ণ সুযোগটি গ্রহণ করিয়া আপনাদের সকলের খিদমতে, যাঁহারা সন্তান লাভের কল্যাণে ভূষিত হইয়াছেন, এই নিবেদন জানাই যে এই অমূল্য নেয়ামতের কদর করুন এবং নিজ সন্তানদিগকে সেই রাস্তায় পরিচালিত করুন, যাহা তাহাদের দীন ও দুনিয়া উভয়দিক দিয়া মঙ্গল ও বরকতের কারন হয়।

সুতরাং আমি আবার আপনাদের সকলের নিকট যাঁহারা এখানে উপস্থিত আছেন, অথবা যাঁহাদের নিকট অন্য কোন উপায়ে আমার কথাগুলি পৌঁছায়, এই আরজ করিতেছি যে আমাদের জামাত একটি সঙ্কটপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়া চলিতেছে। জড়বাদিতার সর্বগ্রাসি প্রবণতা আমাদের জামাতকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। উহার ফলে অশান্তি, চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা দেখা দিয়াছে, বিশেষ করিয়া যুবক সমাজত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ তাহারা উপলব্ধি করে যে তাহাদের আমল ও দাবী পরস্পর সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং ইহা অবশ্যই মনের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করিতে বাধ্য।

আজিকার জগতে সকল মানুষই আধ্যাত্মিক তৃষ্ণায় কাতর, এবং আত্মিক শান্তি না পাইয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। কিন্তু ইহার চেয়েও বেশী দুঃখ তখন হয় এবং দুঃখে হৃদয় ফাটিয়া যায়, যখন আমি আহ্‌মদী যুবকদিগকে তৃষ্ণার্ত দেখিতে পাই—যাহাদিগকে জগতের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতএব, আহ্‌মদী মাতাপিতাগণের নিকট আমার আন্তরিক আবেদন এই যে আপনারা নূতন ও তরুণ বংশধরদের এসলাহ (সংশোধ)-এর ব্যাপারে আমাদের

সহিত সহযোগিতা করুন, যেন আমাদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলে আহ্‌মদীগণের বংশধরগণ শুধু নিজেদের পিপাসা নিবারণেই সক্ষম হয় না, বরং পূর্ণ কল্যাণের অধিপতি হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম এর বরকত ও কল্যাণে ভূষিত হইয়া সকল তৃষ্ণার্ত আত্মাগুলিকে অমৃতসুধা সরবরাহ করিতে ও সকলকে পথ দেখাইতেও সক্ষম হয়। দোয়া করি যেন আল্লাহ্‌তালার ইচ্ছায় ইহাই হয় এবং আহ্‌মদীয়াত বংশানুক্রমে খোদার তৌহীদকে কায়েম করিবার এবং বংশানুক্রমে সমস্ত মানুষের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণের কারণ হয়। আমীন।

খাকসার :—**মির্জা রফী আহ্‌মদ**
কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সদর (প্রেসিডেন্ট)

অনুবাদক :—
আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ,

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায়
আহ্‌মদীয়া জমাতের বর্ত্তমান ইমামের দান

আহ্‌সান উল্লাহ্‌ সিকদার

আহ্‌মদীয়া জামাত একটি ধর্মীয় জমাত। এই জামাতের একমাত্র উদ্দেশ্য ইসলামকে পুনর্জ্জীবিত করা, হযরত মোহাম্মাদ (দঃ)-এর আধ্যাত্মিক বাদশাহও দুনিয়াময় প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু জামাতের বর্ত্তমান নেতা হযরত মির্জা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহ্‌মদ (আইঃ) ধর্মনীতির কর্ম ব্যস্ততার সাথে সাথে রাজনীতিক্ষেত্রেও অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্মনীতিতে যেমন তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তদ্রূপ রাজনীতি ক্ষেত্রেও রহিয়াছে তাঁহার অফুরন্ত দান। ভারতীয় মুসলমানগণের স্বার্থের খাতিরে রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যে সমস্ত কাজ করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অসহযোগ আন্দোলন ও আহ্‌মদীয়া জমাতের বর্ত্তমান ইমাম

১৯২০ ইং সনে যখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, মুসলমান আলেমগণও যখন গান্ধীজীর সুরে সুর মিলাইয়া এই ধ্বংসাত্মক কার্যের স্বপক্ষে ফতোয়া দিয়াছিলেন; নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া মুসলমান সরকারী কর্মচারী, এবং স্কুল কলেজের ছাত্রগণ সরকারী চাকুরী ও স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তখন আহ্‌মদীয়া জামাতের বর্তমান নেতা হযরত মির্জা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহ্‌মদ (আইঃ) মুসলমান-গণকে সময়োপযোগী সৎ পরামর্শ সম্বলিত এক গ্রন্থ "অসহযোগ আন্দোলন ও ইসলামী নির্দ্দেশ" প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলন ইসলামী আন্দোলন নহে; বরং ইহা স্বেচ্ছাচারিতা প্রনোদিত। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী মুসলমানগণের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা অপূরণীয় ছিল, এবং অপূরনীয়ই রহিয়াছে। ঐ ভুক্তভোগী দলের একজন এই প্রবন্ধ লিখক স্বয়ং।

মুসলমান জাতির ভিত্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা

ভারতীয় মুসলমান যখন আভ্যন্তরীন কোন্দল ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, ও ঝগড়া-বিবাদের দরুন ধ্বংশের পথে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছিল, ১৯২৮ ইং সালে তখন মুসলমান জাতিকে বিশেষ করিয়া মুসলমান নেতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া হযরত ইমাম জামাতে আহ্‌মদীয়া এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি মুসলমান জাতির উন্নতি ও কৃতকার্যতার ভিত্তি স্বরূপ যে নীতি পেশ করিয়াছিলেন পরে সেই নীতির উপরই মরহুম কায়েদে আজম মুসলমান জাতির একতার ভিত্তি রাখিয়াছিলেন। ঐ নীতির ফলেই মুসলমানগণ এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া হাসিল করিয়াছিলেন স্বাধীন পাকিস্তান।

নেহরু রিপোর্টের খণ্ডন

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু যখন "নেহরু রিপোর্ট" প্রনয়ন করিয়া ভারতীয় মুসলমানগণের দাবী-দাওয়া গুলিকে পদদলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন আহমদীয়া জামাতের হযরত ইমাম "মুসলমানগণের অধিকার ও নেহেরু রিপোর্ট" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি পণ্ডিত নেহরুর যাবতীয় যুক্তি খণ্ডন করিয়া মুসলমানগণের দাবী-দাওয়া-গুলির যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করেন। তখন ভারতীয় মুসলমানগণের রাজনৈতিক অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, সমস্ত মুসলিম নেতৃবৃন্দ, এমনকি স্বয়ং কায়েদে আজমও তখন মুসলিম জাতির জন্য অনিবার্য ধ্বংশের প্রতিক "মিশ্র নির্বাচনের" স্বপক্ষে ছিলেন। সারা ভারতে তখন একমাত্র আহ্‌মদীয়া জামাতের হযরত ইমামই ছিলেন যিনি মিশ্র নির্বাচনের অপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং ইহার বিরুদ্ধে আওয়াজ বোলন্দ করিয়াছিলেন। ভারতীয় মুসলানগণের পক্ষে মিশ্র নির্বাচনের অপকারিতা ও স্বতন্ত্র নির্বাচনের উপকারিতা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তিনি "মুসলমানগণের অধিকার ও নেহেরু রিপোর্ট" নামক গ্রন্থে।

সিমলা কনফারেনস্‌

বৃটিশ সরকার যখন ভারতবাসীকে সেলফ গভর্ণমেণ্ট ও হোমরুল দানের প্রতিশ্রুতি দেন, তখন ভারতবাসীগণ পতিত হয় মিশ্র ও স্বতন্ত্র নির্বাচনের সমস্যায়। কংগ্রেস ছিল মিশ্র নির্বাচনের স্বপক্ষে, যাহা মুসলমানদের জন্য ছিল মারাত্মক। এই সমস্যা সমাধান কল্পে হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় দিল্লীতে। ঐ সভায় অধিকাংশ মুসলমান নেতাই মিশ্র নির্বাচন সমর্থন করিলেন। কিন্তু কতিপয় মুসলিম নেতা উহাতে এক মত হইতে না পারায় পুনরায় সিমলাতে মুসলমান নেতাগণের কনফারেন্স হওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়। উক্ত কনফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য হযরত ইমাম জমাতে আহ্‌মদীয়াকেও আমন্ত্রন জানানো হয়। তিনি তখন, সিমলার কিংসলে প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। ইহা ১৯২৭ ইং সালের সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা। ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশের মুসলিম নেতাগণ তখন সিমলাতে সম্মিলিত হইলেন। আহ্‌মদীয়া জমাতের হযরত ইমাম নেহেরু রিপোর্ট, এবং বোম্বাই ও দিল্লী কনফারেন্সের রোয়েদাদ সমূহ পাঠ করার ফলে পূর্ব হইতেই হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দের মনোভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। এবং মিশ্র নির্বাচন যে মুসলমানগণের জন্য ক্ষতিকর এই বিষয়টিও সর্বপ্রথম তাঁহারই মনে উদিত হইয়াছিল। তাই সিমলাতে তিনি এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। প্রত্যেক মুসলমান নেতাকে তিনি পৃথক পৃথক ভাবে কিংস্‌লে প্রাসাদে নিমন্ত্রন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং মুসলমানগণের জন্য যে স্বতন্ত্র নির্বাচন উপকারী ও মিশ্র নির্বাচন অপকারী তাহা বুঝাইতে লাগিলেন। এই চেষ্টার ফলে তিনি সফলতা

লাভ করিলেন, এবং অধিকাংশ মুসলমান নেতাকেই এক মত করিয়া ফেলিলেন। উক্ত সময়ের মধ্যে তিনি মরহুম কায়েদে আযমকেও (তৎকালীন কংগ্রেস নেতা মিঃ জিন্নাহ) দুই বার কিংস্‌লে প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং উভয়বারই কায়েদে আযমকে স্বমতে আনার জন্য সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু দুইবারের চেষ্টাতেও তাঁহার মত ফিরাইতে সক্ষম হন নাই। (কায়েদে আযম তখন হিন্দুদের সাথে কতিপয় বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন)।

অবশেষে কায়েদে আজমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের কনফারেন্স আরম্ভ হইল। তাহাতে আহ্‌মদীয়া জমাতের হযরত ইমাম ভারতীয় মুসলমানগণের পক্ষে মিশ্র নির্বাচনের অপকারীতা ও স্বতন্ত্র নির্বাচনের উপকারীতা সম্বন্ধে এক জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি এমন সব যুক্তি পেশ করিলেন যাহা সম্পূর্ণরূপে অখণ্ডনীয় এবং সকলের কল্পনাতীত ছিল। এই বক্তৃতার পর হাবভাবে বুঝা গেল যে, প্রায় প্রত্যেক মেম্বারই স্বতন্ত্র নির্বাচনের স্বপক্ষে। কিন্তু এই সম্বন্ধে যখন ভোট গ্রহণের প্রশ্ন উঠিল, তখন প্রেসিডেন্ট (কায়েদে আজম) ভোট নিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন যে, এই মিমাংসাই চূড়ান্ত মিমাংসা নহে। তারপর এই সভায় এমন মেম্বারও রহিয়াছেন, যাহারা মুসলীম লীগের মেম্বার নহেন। মোট কথা, অধিকাংশ মেম্বারই যে স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষপাতী ইহা কায়েদে আজমও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি যখন সভাপতির ভাষণ দিতে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন মৃদু হাসিমুখে বলিলেন, "এই বক্তৃতার ফলে জাতির অধিকাংশ মেম্বারই যে স্বতন্ত্র নির্বাচনের স্বপক্ষে ইহা আমি অনুভব করিতে পারিয়াছি। হিন্দুগণের সহিত যখন ফয়সালা করিবার সময় আসিবে তখন আমি ইহা স্মরণ রাখিব।"

প্রকৃতপক্ষে ঐ দিনই পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল। আমাদের এই মহান নেতা, পাকিস্তানের জনক মরহুম কায়েদে আজম তাহার এই প্রতিজ্ঞা এমনই সুচারু রূপে পালন করিয়াছিলেন যার তুলনা জগতে অতি বিরল। তিনি আহ্‌মদীয়া জামাতের হযরত ইমামকে খুবই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। একমাত্র চিঠি পত্র দ্বারাই যে শুকরিয়া আদায় করিতেন তাহা নহে, বরং ১৯৪৭ ইং সালে রেডিওতে বক্তৃতা প্রদানকালেও বলিয়াছিলেন, "আমি আহ্‌মদীয়া জামাতের দান ভুলিতে পারিব না।" অতঃপর ঐ বৎসরই কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, "স্বতন্ত্র নির্বাচন মুসলিম ভারতের একচেটিয়া অভিমত।"

গোল টেবিল বৈঠক

১৯৩০ ইং সালে যখন লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছিল, বৃটিশ সরকার তখন হিন্দুগণের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিল। কিন্তু মুসলমান গণের দাবী-দাওয়া ও ইহাদের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। আহ্‌মদীয়া জামাতের হযরত ইমাম তখন "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান" নামক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ তিনি ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের বড় বড় রাজনীতিবিদ এবং পার্লামেন্টের মেম্বারদের মধ্যে বিতরণ করিলেন। তাঁহার এই গ্রন্থ পাঠে উভয় দেশের রাজনীতি বিশারদগণ যে প্রশংসা করিয়াছেন তার কতিপয় নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। স্যার মেলকাম হেলী (পরে লর্ড) "আহমদীয়া জামাতের হযরত ইমামকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে, এই গ্রন্থ আমার জন্য বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে।'

২। আলীগড়ের জনাব ডাঃ (পরে স্যার) জিয়াউদ্দীন সাহেব লিখিয়াছেন :—"আপনার গ্রন্থখানা। আমি অতি আগ্রহ সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। আমি দরখাস্ত করিতেছি, ইউরোপে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার করিবেন। পার্লামেন্টের প্রত্যেক মেম্বর এবং ইংলণ্ডের প্রত্যেক পত্রিকা সম্পাদককে এক কপি করিয়া পাঠাইবেন। ভারতবর্ষের চেয়ে ইংলণ্ডে এই গ্রন্থের প্রয়োজন অধিক। জনাব ইহা দ্বারা ইসলামের মস্ত বড় খেদমত করিয়াছেন।"

৩। স্যার মোহাম্মদ ইকবাল মরহুম লিখিয়াছেন :- "সমালোচনার কতকগুলি স্থান আমি পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থখানা উৎকৃষ্ট এবং ব্যাপক হইয়াছে।"

৪। "ইনকেলাব" পত্রিকা লিখিয়াছে :—"জনাব মির্জা সাহেব এই সমালোচনা মূলক গ্রন্থ লিখিয়া মুসলমান জাতির মস্ত বড় খেদমত করিয়াছেন। ইহা মুসলমানদের বড় বড় জামাতগুলির কাজ ছিল, যাহা জনাব মির্জা সাহেব সমাধা করিয়াছেন।" (ইনকেলাব, লাহোর, ১৬ই নবেম্বর, ১৯৩০ ইং।)

৫। শেঠ আবদুল্লাহ হারুন এম, এল, এ, করাচী লিখিয়াছেন :—"আমার মতে ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে আজ পর্যান্ত যতগুলি গ্রন্থ প্রণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠতম।"

৬। সিয়াসত পত্রিকা লিখিয়াছে :—"ধর্মীয় মতভেদের কথা বাদ দিলে জনাব বশিরউদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ সাহেব গ্রন্থাদী প্রনয়নের দিক দিয়া যে কাজ করিয়াছেন, তাহা সুমহান এবং উপকারিতার দিক দিয়া অতিশয় প্রশংসনীয়। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যে কার্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং স্বীয় নেতৃত্বাধীনে আহমদীয়া জামাতকে সাধারণ মুসলমানের পাশে পাশে চালাইয়া যে সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা সুবিচারক ও সত্যদর্শী মুসলমানদের নিকট প্রশংসনীয় বর্ত্তমান যুগ তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছে।" (সিয়াসত, লাহোর ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০ ইং।)

কায়েদে আজমের রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ ও পুনরায় রাজনীতিতে প্রবেশ

ইহা একটি সত্বসিদ্ধ কথা যে, মরহুম কায়েদে আজম ছিলেন কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মকর্ত্তা। তিনি যখন "মিঃ জিন্নার ১৪ দফা" নামক স্মারকলিপি কংগ্রেসী মহাত্মাদের সামনে পেশ করিলেন তখন কংগ্রেসী মহাত্মাগণ বাহ্যতঃ মুসলমানদের দাবী দাওয়া পুরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও অবহেলার সহিত এই স্মারকলিপি প্রত্যাখান করিলেন। ইহাতে কায়েদে আজমের চৈতন্য হইল, এবং তিনি কংগ্রেস হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। এদিকে মুসলমানদের মধ্যেও দেখিলেন যে, আত্মকলহের অন্ত নাই। মুসলমানেরই এক দল অন্য দলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারেন না। এই সমস্ত তাণ্ডবলীলা দর্শনে কায়েদে আজম নিরাশ হইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি রাজনীতি, এমনকি ভারতবর্ষ হইতে আজাদ আবহাওয়ার মধ্যে কালাতিপাত করিবার মানসে বিলাতে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন। আল্লাহ্‌তা'লার মহিমা কেহই বুঝিতে পারে না। এই কায়েদে আজম দ্বারা যে আল্লাহতা'লা এক মহান উদ্দেশ্য সাধন করিবেন তাহা তিনি নিজেও জানিতে, বুঝিতে বা কল্পনা করিতে পারেন নাই। এই মহারত্ন রাজনীতি হইতে বিদায় লইয়া ইংলণ্ড চলিয়া যাইবার পর আহ্‌মদীয়া জামাতের হযরত ইমাম দেখিলেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের কম্যাণ্ড করিবার মত যোগ্য ব্যক্তি এই দেশে আর দ্বিতীয়টি নাই। তখন

তিনি তদীয় শিষ্য, লণ্ডন মসজিদের তদানিন্তন ইমাম মরহুম আবদুর রহীম দর্দ এম, এ. সাহেবকে আদেশ দিলেন কায়েদে আজমকে পুনরায় রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমানদের সহায়তার জন্য রাজী করাইতে। মরহুম দর্দ সাহেব স্বীয় ইমামের আদেশ শিরোধার্য করতঃ আপন কর্ত্তব্য পালনে ব্রতী হইলেন। তিনি কায়েদে আজমকে পুনরায় ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে আরোহন করিবার জন্য বুঝাইতে লাগিলেন। ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি খোদাতা'লা সুপ্রসন্ন হইলেন। মরহুম দর্দ সাহেব আপন কাজে সফলকাম হইলেন। অবশেষে একদিন একই বৈঠকে তিন ঘণ্টা আলোচনার পর কায়েদে আজম পুনরায় ভারতের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে সম্মতি জানাইলেন। উভয়ের মধ্যে সাব্যস্ত এই হইল যে, পরবর্ত্তী ঈদুল আজহারের দিন (৭ই এপ্রিল ১৯৩৩ইং) লণ্ডন আহ্‌মদীয়া মসজিদে **"India of the future"** "ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ" সম্বন্ধে কায়েদে আজম বক্তৃতা করিবেন। সভার যাবতীয় ব্যবস্থা, এমনকি প্রচারকার্যের ভার পর্যন্ত জনাব ইমাম সাহেবের উপর ন্যাস্ত করা হইল। দেখিতে দেখিতে ৭ই এপ্রিল উপস্থিত হইল, এবং মহা আড়ম্বরের সহিত লণ্ডন আহ্‌মদীয়া মসজিদে এই অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হইল। এই সভায় লণ্ডনের বড় বড় রাজনীতিবিদ, বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত, বিশিষ্ট নাগরিক ও সংবাদপত্র প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করিয়াছিলেন। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন **Sir Nairane steuart sandaman, M P.**

"ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দানের জন্য মঞ্চে আরোহণ করিয়াই এই বলিয়া কায়েদে আজম তাহার বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, **"The eloquent persuation of the Imam left me no escape......"** "ইমাম সাহেবের অনর্গল ভাষণ ও বাগ্মিতা আমাকে পলায়ন করিবার সুযোগ দেয় নাই। তাঁহার বাকপটুতার জন্যই আমি পুনরায় রাজনৈতিক মঞ্চে আরোহণ করিতে বাধ্য হইলাম।..."

তাঁহার এই ঐতিহাসিক বক্তৃতার পর তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে, তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিবেন না কি মুসলিম লীগে? উত্তরে তিনি উভয় পার্টিতেই যোগদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করতঃ নিজেকে **Independent** বা আজাদ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মরহুম কায়েদে আজমের উক্ত বক্তৃতা রাজনীতি বিশারদগণ সমীপে বেশী সমাদৃত হইবার কারণ, এই বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তিনি ঈদুল আজহারের পবিত্র দিবসে, জামাতে আহ্‌মদীয়ার ধর্মীয় ষ্টেজে দাঁড়াইয়া। এই বক্তৃতার ফলে ভারতে, তথা বিশ্বের রাজনীতিতে স্থাপিত হইয়াছিল এক নূতন অধ্যায়ের ভিত্তি। বিভিন্ন দেশের নাম করা পত্রিকাগুলি এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিল অতীব আনন্দের সহিত। প্রবন্ধ সংক্ষেপ করার জন্য সংবাদপত্রগুলির অভিমত উদ্ধৃত না করিয়া তন্মধ্য হইতে কতিপয় পত্রিকার নাম উল্লেখ করা গেল মাত্র।

১। "সানডে টাইমস্" লণ্ডন, ৯ই এপ্রিল ১৯৩৩ ইং।

২। "ইজিপশিয়ান গেজেট" আলেকজান্দ্রিয়া ৮ই এপ্রিল ১৯৩৩ ইং।

৩। "ওয়েষ্ট আফ্রিকা" ১০ই এপ্রিল ১৯৩৩ ইং।

৪। "স্টেটসম্যান" কলিকাতা, ৮ই এপ্রিল ১৯৩৩ ইং।

৫। "মাদ্রাজ মেল," তারিখ ঐ।

৬। "ইভিনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড, তারিখ ঐ।

৭। "হিন্দু মাদ্রাজ," তারিখ ঐ।

মোট কথা, লণ্ডন আহ্‌মদীয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত মহোৎসবের পর মরহুম কায়েদে আজম যখন পুনরায় ভারতবর্ষে আসিয়া মুসলমান জাতির পরিচালনার গুরুভার গ্রহণ করিলেন তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে

উপনিত হইতে পারিয়াছিলেন যে, স্বতন্ত্র নির্বাচনই মুসলমান জাতির মুক্তির একমাত্র উপায়। অতঃপর তিনি আহ্‌মদীয়া জামাতের হযরত ইমামের নীতি মোতাবেক অতীব নিপুনতার সহিত ভারতীয় মুসলিম তরী চালাইতে আরম্ভ করিলেন, যার ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আমাদের প্রিয় রাষ্ট্র পাকিস্তান।

১৯৪৬ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচন

পাকিস্তানের দাবী গৃহিত হওয়ার পর দেশে যখন নির্বাচনের প্রস্তুতি আরম্ভ হইয়াছিল তখন আহ্‌মদীয়া জামাতের হযরত ইমাম মুসলীম লীগকে সমর্থন করিবার জন্য এক ফরমান জারী করিলেন। এই সম্বন্ধে কায়েদে আজমের জীবনী লেখক খালেদ আখ্‌তার আফগানী ভদীয় গ্রন্থের ৩১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

১৯৪৫ ইং সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে আহ্‌মদী জামাতের ইমাম এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন ঃ—

"প্রত্যেক আহ্‌মদী মুসলিম লীগকে ভোট দিবে, যেন নির্বাচনের সময় মুসলীম লীগ কংগ্রেসকে নির্ভয় বলিতে পারে যে, মুসলিমলীগই মুসলমান জাতির একমাত্র প্রতিনিধি। যদি আমরা এবং অন্যান্য জামাত গুলি এরূপ না করি, তবে মুসলমানগণের রাজনৈতিক অবস্থা অতিপয় দুর্বল হইয়া পড়িবে। আমরা পাকিস্তান দাবীর সমর্থন এই জন্য করি যে, ইহা মুসলমান জাতির ন্যায় সঙ্গত অধিকার এবং ইহা আমাদিগকে লাভ করিতেই হইবে। সত্যের সমর্থনে যদি আমাদিগকে ফাসিকাষ্ঠেও ঝুলিতে হয়, তবে তাহাও আমাদের পক্ষে আরামদায়ক হইবে।"

ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট

১৯৪৬ ইং সালে যখন ইংলণ্ডে লেবার পার্টি ক্ষমতাসীন হইয়া ভারতবাসীকে শীঘ্রই স্বাধীনতাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল এবং আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদ অগ্রসর হইয়া ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিকে সম্মিলিত করিয়া ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট কায়েম করিল তখন কংগ্রেস ইহাতে যোগদান করিল এবং মুসলিমলীগ ইহা হইতে পৃথক থাকার সিদ্ধান্ত করিল। মুসলিম লীগ পৃথক থাকার ফলে, এই সুযোগে কংগ্রেস চেষ্টা করিতে লাগিল আহরারীদের ন্যায় কতিপয় ভাড়াটিয়া মুসলমানদলকে ভারতীয় মুসলমান জাতির প্রতিনিধি ঘোষণা করিয়া ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে। তখন আহ্‌মদীয়া জামাতের হযরত ইমাম কংগ্রেসের এই হীন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার মানসে তাড়াতাড়ি দিল্লী চলিয়া গেলেন। দিল্লী গিয়া তিনি মুসলিমলীগের বাহিরের সমস্ত মুসলমান নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কায়েদে আজমই যে, ভারতীয় মুসলমানগণের একচ্ছত্র প্রতিনিধি এই বিষয়ে তাহাদিগকে রাজী করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টাকে কায়েদে আজম অতিশয় সম্মানের চক্ষে দেখিয়াছেন।

ঐ সফরে আহ্‌মদীয়া জামাতের ইমাম দুইবার কায়েদে আজমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বারই দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্টে মুসলিম লীগের যোগদান সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। অবশেষে মরহুম কায়েদে আজমকে ইহাতে সম্মত করিতে সমর্থ হইলেন।

আহ্‌মদীয়া জামাতের ইমামের প্রচেষ্টা ফলবতী হইল। মুসলিম লীগ ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্টে যোগদান করিল। পাকিস্তান প্রাপ্তির সংকীর্ণ পথ রাজপথে পরিণত হইল।

মালিক খিজির হায়াৎ খাঁর পদত্যাগ

১৯৪৭ ইং সালে বৃটিশ সরকার যখন ভারতীয়দের হস্তে যাবতীয় ক্ষমতা অর্পনের ইচ্ছা ঘোষণা করিল, পাঞ্জাবে তখন মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ হিন্দু এবং শিখগণের সাহায্যে মন্ত্রীত্ব কায়েম করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ইহাতে পাঞ্জাব এসেম্বলির অধিকাংশ মেম্বরের পক্ষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে ভোট দেওয়া অসম্ভব ছিল। বলা বাহুল্য পাঞ্জাবের সিদ্ধান্ত ব্যতিত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়া দুষ্কর ছিল। তখন মুসলিম লীগের এক ডিপুটেশন মালিক খিজির হায়াৎ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সমর্থন লাভে অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। এতদ্দর্শনে আহ্‌মদীয়া জামাতের হযরত ইমাম মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ সাহেবকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। এই পত্র পাঠাইলেন তিনি তদীয় শিষ্য স্যার মোহাম্মাদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব দ্বারা। আল্লাহ্‌তা'লার ফজল নাজিল হইল। খিজির হায়াৎ খাঁ সাহেব হযরত ইমাম জামাতে আহ্‌মদীয়ার পত্র পাঠে তাঁহার সহিত একমত হইলেন। এবং ১৯৪৭ ইং সালের ৩রা মার্চ্চ তারিখে মন্ত্রীত্ব হইতে পদত্যাগ করিয়া মুসলিম লীগ—বনাম পাকিস্তান প্রাপ্তির ময়দান পরিকার করিয়া দিলেন। এই সম্বন্ধে 'ট্রিবিউন' পত্রিকা লিখিয়াছে ঃ—"বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ স্যার মোহাম্মাদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। শুনা যায় যে, মুসলিম লীগের বর্ত্তমান এজিটেশনের সময় আহ্‌মদীয়া জামাতের ইমাম খিজির হায়াৎ খাঁর নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন, এবং ঐ পত্র তদীয় শিষ্য স্যার মোহাম্মাদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব দ্বারা মালিক সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব স্বীয় ইমামের মতের জোর সমর্থন করিয়াছেন। যার ফলে খিজির হায়াৎ খাঁ এই সিদ্ধান্তে উপনিত হইয়াছেন।" "দি ট্রিবিউন, ৫ই মার্চ্চ ১৯৪৭ ইং।"

এই ঘটনার পর মরহুম কায়েদে আজম আহ্‌মদীয়া জামাতের হযরত ইমামের নিকট শুকরিয়া আদায় করিয়াছেন। লণ্ডন মসজিদের ভূতপূর্ব ইমাম ও তদানীন্তন নাজের ওমোরে খারেজা মরহুম আবদুর রহীম দর্দ এম, এ, সাহেবের নিকট লিখিত পত্রে মরহুম কায়েদে আজম লিখিয়াছিলেন যে, "আমি আপনাদের এই উপকারের কথা কখনো ভুলিতে পারিব না।"

মোট কথা, উপরোক্ত ঘটনাবলী ছাড়াও পাকিস্তান অর্জনের ব্যাপারে যখনই যে কাজ সামনে আসিয়াছে ঐ কাজেই আহ্‌মদীয়া জামাতের হযরত ইমাম অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই কাজে তিনি কখনো শারিরীক মানসিক, আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে কার্পন্য করেন নাই, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের প্রিয় ইমামকে পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করুন, দীর্ঘায়ু করুন, এবং তাঁহাকে ইসলাম ও বিশ্ব মুসলিমের খেদমত করিবার তৌফিক দান করুন। আমীন।

॥ আমার জীবন স্মৃতি ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মোবারক আলী

চট্টগ্রামে

১৯১০ সালের হেমন্তকালে কাদিয়ান হইতে ফিরার কয়েক মাস পর আমার বদলীর আদেশ হয় এবং চট্টগ্রাম "মাদ্রাসা স্কুলের" (পরে উহার নাম হইয়াছে Govt. Muslim High School) সহকারী হেড মাষ্টার নিযুক্ত হই। ১৯১৯ সন পর্যন্ত আমি চট্টগ্রামে ঐ স্কুলে ছিলাম। ১৯১৩-র ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিলাম এসিষ্ট্যাণ্ড হেড মাষ্টার। ১৯১৫তে (যতদূর মনে পড়ে)

এপ্রিল হইতে হেডমাষ্টার ছিলাম। তখন মাদ্রাসা স্কুল ছিল জেলখানার নিকট এস্তেকালি অফিস ঘরে। ঐ ঘরের পূর্ব অংশে ছিল কোতোয়ালী থানা এবং পশ্চিম অংশে মাদ্রাসা স্কুল। এক দিকে জেল, আর এক দিকে পুলিশের থানা, এই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে মাদ্রাসা স্কুল ছিল। আমি গিয়া দেখি মৌঃ অহিদুন্নবী স্কুলের হেডমাষ্টার। তিনি বড় অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সকলের কাছেই প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করিতেন, ছাত্রদের কাছেও; শাসন শৃঙ্খলার বড় একটা ধার ধারিতেন না। তখন আরবী মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা পাশ করিয়া কোনো কোনো মৌলবী ইংরেজী শেখার জন্য মাদ্রাসা স্কুলে ভর্তি হইত। সেই মৌলবীদের বয়স স্কুলের ছেলেদের বয়স তৎপেক্ষা অনেক বেশী হইত। তাহাদিগকে লইয়া স্কুলের শাসন (discpline) রক্ষা করা অনেকটা অসুবিধা হইত। আমি এ্যাসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার হইলেও স্কুলের শাসন শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করিতাম, ক্লাশে প্রোমশান সম্বন্ধে একটু কড়াকড়ি পছন্দ করিতাম। হেডমাষ্টার সাহেব আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতেন না বলিয়া দায়ীত্ব অনেক সময় আমার উপর চাপাইতেন। ছেলেদের বার্ষিক প্রোমশন বিষয়ে তিনি অনেকটা নরমপন্থী ছিলেন, সে জন্য আমি অনেক সময় ঠাট্টা করিয়া বলিতাম যে, আমাদের স্কুলের টুল বেঞ্চ সব প্রোমশন পায়। তখন মাদ্রাসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর অধীন ছিল মাদ্রাসা স্কুল। সুপার মৌলবী কামাল উদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব আমাকে বেশ সুনজরে দেখিতেন। সে সময়ে চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন মৌঃ আছান উল্লা সাহেব। তিনি যখন রাজশাহী বিভাগের ইনস্পেক্টর ছিলেন তখন আমি তাঁর মারফতে দরখাস্ত করিয়াই চাকুরী পাইয়াছিলাম। কাজেই তিনি আমাকে চিনিতেন। চট্টগ্রাম বিভাগের এ্যাসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর ছিলেন মৌঃ আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী সাহেব। এক দিন প্রায় সূর্যাস্তের সময়ে মিউনিসিপ্যাল পুকুরের ও গির্জার মাঝখানে রাস্তায় তাঁহার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়। তখন তিনি আমার সহিত নিতান্ত আপনার লোকের মত ব্যবহার করিলেন, আমি আপত্তি করা সত্বেও কিছুতেই ছাড়িলেন না, আমাকে তাঁহার সদরঘাটের বাসায় হইয়া গেলেন, নাস্তা করাইলেন। তখন তাঁর দুটি মাত্র সন্তান। আবুল ফয়েজ (শিবলী) এবং মাহ্‌মুদা (বুড়ী)-কে আমার নিকট আনিয়া বলিলেন, "ইনি তোমাদের চাচা।" সেই হইতে আমি তাঁহার সকল ছেলেমেয়েদের এমন "চাচা" হইয়া গেলাম যে, ২য় ছেলে আলী কাসেম (আনছার) কাদিয়ানে মৌলবী ফাজেল পরীক্ষা পাশ করার পরেও নাকি বলিয়াছিল, 'মোবারক চাচাকে আমি বরাবরই বাপের আপন ভাই বলিয়া মনে করিতাম, বাপের সঙ্গে তাঁর যে রক্তের কোনও সম্বন্ধ নাই তাহা জানিতাম না।" চৌধুরী সাহেব আমাকে ধরিয়া পড়িলেন "আপনাকে আমার বাসায় থাকিতে হইবে।" আমি তখন এমদাদ দারোগা সাহেবের (খান বাহাদুর ফজলুল কাদির সাহেবের পিতা) বাসায় থাকিতাম। আমার নিজের পৃথক খাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। আমি বলিলাম, "আমি দারোগা সাহেবের বাসায় থাকি, উহারা আমাকে বেশ আদর যত্ন করেন, আমি আপনার এখানে আসিলে উহাদের মনে কষ্ট হইবে। আবুল হাসেম সাহেব বলিলেন, "আমি তাঁহাদিগকে বলিব।" আমি বলিলাম, "আমি খাওয়ার জন্য কাহারও উপর বোঝা চাপাইতে চাই না।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা আমি আপনার জন্য পাকঘর তুলিয়া দিব।" এইরূপে এমন করিয়া ধরিয়া পড়িলেন যে, আমি না করিতে পারিলাম না। পরে তিনি দারোগা সাহেবদিগকে বলিয়া রাজি করাইলেন এবং আমার পাকের ও চাকরের থাকার জন্য মুলিবাশের দুই কামরা বিশিষ্ট ছোট্ট একখানা ঘর তুলিয়া দিলেন। আমি হাশেম সাহেবের ওখানে বেশ সুখেই ছিলাম।

খানবাবাদুর আহ্সানউল্লা সাহেব ইনস্পেক্টরের বাসা নিকটেই ছিল। সেখানে প্রায়ই আসা যাওয়া এবং মধ্যে মধ্যে খাওয়া দাওয়াও হইত। কামালুদ্দিন ও আহ্সান উল্লা সাহেবানের সঙ্গে আমার ভাব দেখিয়া অহিদুন্নী হেডমাষ্টার সাহেব আমাকে বিশেষ কর্তৃত্ব দেখাইতে সাহস করিতেন না। বরং একটু ভয়ই বোধ হয় করিতেন; বার্ষিক পরীক্ষার পর যে সব ছাত্র প্রোমোশন পাইত না তাহাদের মধ্যে যদি কোনও ছাত্র বা তাহার অবিভাবক প্রোমোশনের জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করিত তিনি তাহাদিগকে বলিতেন, "এসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টারের কাছে যাও; তিনি রাজী না হইলে হইবে না। অথবা ছাত্রদের অত্যাচার হইতে নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য এরূপ বলিতেন। একবার একটি বা কয়েকটি খারাপভাবে ফেল করা ছাত্র ও তাহাদের অভিভাবকগণ আমাকে প্রোমোশনের জন্য খুব ধরে; কিন্তু আমি দেখিলাম তাহাদিগকে উপরের শ্রেণীতে দিলেও তাহাদের কোন উপকার হইবে না। কারণ নীচের ক্লাশে যে বেশী কাঁচা সে উপরে গিয়া কি করিবে? এক দিন ভোরে উঠিয়া দেখি আমার ঘরের দুয়ারের দুই দিকের বেড়া বিষ্ঠা দিয়া লেপা। আমি স্কুলে গিয়া পরিস্কার ভাবে জানাইয়া দিলাম যে, এই রকম বা ইহা অপেক্ষা গুরুতর রকম অত্যাচারও কর্তব্য কার্য সম্পাদনে আমাকে বিমুখ করিতে পারিবে না। কর্তব্য কার্য করিতে গিয়া আমি ভয় বা অপমানের মোটেই পরওয়া করিব না।

* * *

১৯১২ সনে হযরত সৈয়দ মোহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব কাদিয়ানে গিয়া আহ্মদী জমাতে বয়েত করেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। আমি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।

যতদূর মনে পড়ে এই সময় হযরত খলিফাতুল মসিহ্ আউয়াল (রাঃ) আমাকে চিঠি দ্বারা আদেশ করিলেন, "প্রচার কর।" আমি চৌধুরী আবুল হাসেমের সঙ্গে থাকাকালে আহ্মদীয়া মতবাদ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতাম। তিনি কোন দিনও বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, বরং বরাবরই সহানুভূতিশীল ছিলেন। আমি তাঁহার পিছনে নামায পড়িতাম না; কিন্তু তিনি আমার পিছনে নামায পড়িতেন। খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লার এক বেহারী পীর ছিলেন, আবুল হাসেম সাহেবও তাঁহার মুরিদ হইয়াছিলেন। আবুল হাসেম সাহেব তাঁহার পীর সাহেবের বেশ খেদমত করিতেন। পীর সাহেব যখন যত টাকা চাহিতেন হাশেম সাহেব তখন তত টাকা দিতেন। তিনি পীর সাহেবকে সেজদা পর্যন্ত করিতেন। পীর সাহেব পাটনা বা গয়া হইতে তার দিলেন, "৫০ টাকা তার যোগে পাঠাও।" অমনি তার যোগে ৫০৲ টাকা গেল। আমি সময়ে সময়ে ঠাট্টা করিয়া বলিতাম, "ভাই, যদি মানুষকেই পূজা করিতে হয় তবে আপনার ঐ মেয়েটিকে পূজা করুন।" তাঁর মেয়ে মাহমুদার তখন ৩।৪ বছর বয়স, বেশ সুন্দরী মেয়ে। এ সুন্দর এবং কোনও পাপ তাহাকে স্পর্শ করে নাই। প্রায় দুই বৎসর এইভাবে চলিয়া গেল। একদিন আমি আবুল হাশেম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার পীর সাহেবের তো বহুত খেদমত করিলেন, আপনার রুহানী ফায়দা কি হইল?" তিনি বলিলেন, "পীর সাহেব বলিয়াছেন আর এক বৎসর পরে জানিতে পারিবে।"

বন্ধুবান্ধব এবং ছাত্রদের মধ্যেও আমি কিছু কিছু প্রচার আরম্ভ করিলাম। আবুল হাসেম সাহেব বদলি হইয়া বরিশাল গেলেন। আমি ইসলাম বোর্ডিং-এর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়া জুমা মসজিদের পাহাড়ের উপর অন্দর কিল্লায় ঐ হোষ্টেলে

আসিলাম। মরহুম মৌলবী আবদুল আজিজ বি, এ, (তখন চট্টগ্রাম বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইনস্পেক্টর-অব-স্কুলস্, পরে খাঁন সাহেব উপাধি পান, এবং ঐ বিভাগের ইনস্পেক্টর হন ও পরে খাঁন বাহাদুর উপাধি লাভ করেন) ঐ হোষ্টেল স্থাপন করেন। আমার সময়ে হোষ্টেলটি মসজেদের উত্তর ধারে পাহাড়ের উপর ছিল এবং উহা খড়ের ঘর ছিল। পরে মসজেদের পশ্চিম ধারে কিছু নিচে রাস্তার ধারে তেতালা দালানে লইয়া যাওয়া হয়। আমি হোষ্টেলের ছেলেদের নিকট হযরত এমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন ও তাঁহার শিক্ষার কথা বলিয়াছিলাম। ছেলেরা আমার বেশ ভক্ত ছিল। একবার ঈদের নামায ছেলেরা আমার সঙ্গে মাদ্রাসার পাহাড়ের উপরে মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে পড়িয়াছিল। ইহাতে চট্টগ্রাম সহরে মুসলিমদের মধ্যে বেশ হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল। ওফাতে মসিহ্ (ইছা আঃ-এর মৃত্যু) সম্বন্ধে কোনো কোন মৌলবীর সঙ্গে আমার আলোচনা হইল। আমি আরবী ও কোরআন মজিদ ভাল না জানাতে আমার অসুবিধা হইতে লাগিল। ১৯১৩ সনের ডিসেম্বরে ছুটি লইয়া আমি কাদিয়ানে গেলাম। আমার ইচ্ছা ছিল এক বৎসর কাদিয়ানে থাকিয়া কোরআন ও ছেল-ছেলার কেতাব পড়া এবং কিছু আরবী শেখা, যেন বাংলা দেশে ফিরিয়া প্রচার কার্য ভাল করিয়া করিতে পারি; ইহাই ছিল উদ্দেশ্য। এক বৎসর কাদিয়ানে থাকার জন্য কোন কাজকর্ম যাহাতে জোটে সে জন্য নবাব খান মোহাম্মাদ আলী খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম এবং বন্ধুবান্ধবকে ও পরিচিত কোন কোন লোককেও বলিলাম। জনাব মির্জা মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ সাহেবের সঙ্গেও পরিচয় হইল। ইনি হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ২য় পক্ষের ১ম পুত্র। এবং হযরত খলিফাতুল মসিহ্ আউয়ালের মৃত্যুর পর ইনিই খলিফা নির্বাচিত হন। ইনি আমাকে আজিমুশ্শান খোশখবর (মহাসুসংবাদ) নামক তাঁহার একটি প্রবন্ধ বাংলাতে অনুবাদ করিতে দেন। পরে ঐ অনুবাদটি একটি পুস্তিকাকারে ছাপাইয়া বাংলা দেশে বিতরণ করা হয়। ইহার ফলে বাংলা দেশ হইতে আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য এত চিঠি পত্র হযরত মিঞা সাহেব (তখন মাহমুদ সাহেব ঐ আখ্যাতেই আহ্‌মদী সমাজে পরিচিত ছিলেন) পাইয়াছিলেন যে, তাহাতে তিনি আমার উপর খুব সন্তুষ্ট হন এবং তখন হইতেই তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার আমার সুযোগ হয়। ১৫ বৎসর বয়সেই 'তসহিজুল আজহাব, নামে একটি পত্রিকা তিনি বাহির করেন। ঐ পত্রিকা মাসিক কি ত্রৈমাসিক ছিল তাহা আমার মনে নাই। কিন্তু উহার প্রথম সংখ্যা দেখিয়াই জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ আলী সাহেব উচ্চকণ্ঠে তাহার প্রসংশা করিয়াছিলেন। হযরত মিঞা সাহেব হযরত খলিফাতুল মসিহ আউয়ালের (রাঃ) নিকট কোরআন হাদিস ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং তরবিয়ৎ লাভ করিয়াছিলেন। ইনি মসজেদে মুবারকে ফজরের নামাযের পর কোরআন শরিফের দরছ দিতেন। সে দরছ আমার খুব ভাল লাগিত। তাঁহার একখানা দরছ কয়েকটি খাস্ লোকের জন্য ছিল; আমি তাহাতেও যোগদান করিতাম। হযরত খলিফা সাহেবের অনুপস্থিতিতে যাঁহাদের নামায পড়াইবার অনুমতি ছিল ইঁহার নাম ছিল তাঁহাদের মধ্যে প্রথম। অল্পদিনের মধ্যেই আমি তালিমুল ইসলাম হাই স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হইলাম এবং এইভাবে আমার কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা হইল। আমাদের জন্য একটি দীনিয়াত ট্রেনিং ক্লাশ খোলা হইল, ইহাতে কোরআন হাদিস ও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কেতাব পড়া হইত। আরবী ব্যাকরণও কিছু শিক্ষা দেওয়া হইত।

এই ক্লাশের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন হযরত মীর মোহাম্মাদ এসহাক সাহেব মরহুম। এই ক্লাশের ছাত্রদের মধ্যে আমি ছাড়া ছিলেন আমার প্রিয় বন্ধু আবদুল মুগ্নি খাঁ সাহেব, ইনিও হাইস্কুলের মাষ্টার ছিলেন। আর ছিলেন শেখ গোলাম নবী সাহেব। ইনি পরে নিযুক্ত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত দৈনিক আলফজল্ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। আফগান পাঠানদের মধ্যে মৌলবী গোলাম রছুল, সৈয়দ আহমদ নূর, ইত্যাদী কয়েকজন ছিলেন।

কাদিয়ানে গিয়া দেখিলাম হযরত খলিফা সাহেব অসুস্থ। তিনি সে অবস্থাতেও যখনি একটু ভাল বোধ করিতেন তখনই কোরান শরিফের দরছ দিতেন। তিনি বলিতেন, ছেলেরা ভাল কথা না শুনিলে তাহাদের মন মন্দের দিকেই যাইবে। তাঁহার ব্যারাম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

হযরত খলিফা আউয়ালের (রাঃ) মৃত্যু ও নূতন খলিফা নির্বাচন

১৯১৪ সালের মার্চ মাসে এক জুমার দিন ঠিক জুমার নমাজের অক্তে তিনি তাঁহাকে তৈয়ম্মম করাইয়া দিতে বলেন। এরপর যখন তিনি শায়িত অবস্থায় ইশারায় নমাজ পড়িতেছিলেন সেই সময় তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া স্বীয় মাবুদের নিকট চলিয়া যান।

انا لله و انا اليه راجعون ٥

(আল্লাহ তালাই আমাদের মালিক ও প্রভু এবং তাঁহার নিকটই আমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে)

পরবর্ত্তী খলিফা নির্বাচন লইয়া ভীষণ গোলযোগ বাধিয়া গেল। মৌলবী মুহম্মদ আলী ও তাঁহার দল পূর্ব হইতেই প্রচার পুস্তিকা ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা সেইসব পুস্তিকা চারিদিকে (মৃত্যুর লক্ষণ দেখিয়া) মৃত্যুর পূর্ব হইতেই বিতরণ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন তখন নির্বাচন হইলে অধিকাংশ আহ্‌মদী হযরত মিঞা সাহেবকেই খলিফা বলিয়া গ্রহণ করিবে। সেইজন্য তাঁহারা প্রচার করিতেছিলেন যে, খলিফার কোনও দরকার নাই। সদর আঞ্জুমনের সভাপতিই খলিফার কাজ করিবেন এবং উক্ত আঞ্জুমনের অধিকাংশের মতে চলিতে বাধ্য থাকিবেন। আর যদি অন্য খলিফা নির্বাচন করিতেই হয় তবে ছয়মাস পর সে নির্বাচন হউক, কেননা খাজা কামালুদ্দীন সাহেব বিলাতে আছেন, তাঁহার দেশে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হউক। আমারও মত লওয়া হইল; আমি বলিলাম ইসলামের প্রথম যুগে যেরূপ হইয়াছিল তাহাই করা হউক; অর্থাৎ খলিফা এখনই নির্বাচন করা হউক, একজন লোকের জন্য নির্বাচন এত দীর্ঘকাল, স্থগিত থাকিতে পারে না।

পরদিন অর্থাৎ শনিবারে রোজা রাখার জন্য হযরত মিঞা সাহেবের পক্ষ হইতে এলান করা হইল এবং জমাতকে অনুরোধ করা হইল যেন সকলে রোজা রাখিয়া খুব দোওয়া করেন এবং তারপর খলিফা নির্বাচন সম্বন্ধে ফয়সালা করেন। শুক্রবার সন্ধ্যার সময়ে হযরত মিঞা সাহেব একটি সভা করিলেন. তাহাতে খলিফার অধিকার কি কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা হইল। আমিও সেই সভায় আহুত হইয়াছিলাম। আমার মত জিজ্ঞাসা করা হইল। আমি বলিলাম, "ইসলামের খলিফা **Dictator** (ডিক্টেটর) নন। তিনি শরিয়তের বিধান মত চলিতে বাধ্য। শরীয়তের বিরুদ্ধ বিধান তিনি তৈয়ার করিতে পারেন না।"

শনিবার আছরের নমাজের পর মসজিদে নুরের প্রাঙ্গনে (কলেজের সংলগ্ন) খলিফা নির্বাচনের জন্য সকলে একত্রিত হইল। বাহিরের আশপাশ জেলাগুলি হইতেও কিছু লোক আসিয়াছিলেন। মৌলানা মুহম্মদ আহসান সাহেব আমরোহী (রাঃ) প্রথমে বলিলেন, "আমি

মিঞা মাহ্‌মুদ সাহেবকে খলিফা মানিয়া লইতেছি, এই বলিয়া হযরত মিঞা সাহেবের দিকে বয়েত করার জন্য হাত বাড়াইলেন। ৮।১০ হাত দূরে মৌঃ মুহম্মদ আলী সাহেব এম, এ, এল, এল, বি, সদর আঞ্জুমনের সেক্রেটারী, মাসিক রিভিউ অব রিলিজিয়ন (ইংরেজী ও উর্দ্দূ) পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক, পবিত্র কোরআন শরিফের অনুবাদক, ফলকথা জমাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাহার হাতে ছিল, তিনি কিছু বলার জন্য দাঁড়াইলেন কিন্তু তাঁহার দিকে দৃকপাত না করিয়া উপস্থিত সকলেই সব্যাস্তে হযরত মিঞা সাহেবের হাতে বয়েত করিবার জন্য হাত বাড়াইল। আমার পূর্ব হইতেই এই মত ছিল যে হযরত মিঞা সাহেবই খলিফা হওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। সুতরাং আমিও হাত বাড়াইলাম, এবং সকলেই বয়েত করিলাম। তৎপর নির্বাচিত খলিফা সাহেব হযরত খলিফা আউয়ালের (রাঃ) জানাজা পড়াইলেন এবং সকলে সাগ্রহে যেন কাড়াকাড়ি করিয়া লাশ মোবারক কাঁধে লইয়া বেহেস্তি মকবেরায় উপস্থিত হইল। হযরত খলিফা আউয়াল (রাঃ)-কে হযরত মসিহে মাউদের (আঃ) কবরের পাশেই সমাহিত করা হইল।

ইহার পর মৌলবী মুহম্মদ আলী সাহেব কিছুদিন কাদিয়ানে থাকার পর (মাসাধিক কাল হইবে কিনা সন্দেহ) একদিন রাত্রে সকলের অগোচরে লাহোর চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রধান সহকর্মি ছিলেন ডাক্তার মির্জা ইয়াকুব বেগ, ডাক্তার মুহম্মদ হোসেন শাহ্‌, শেখ রহমতুল্লা (বড় ব্যবসায়ী), ইংলণ্ডে খাজা কামালুদ্দিন ইত্যাদি কতিপয় বিখ্যাত লোক। ইহারা লাহোরে ভিন্ন আঞ্জুমান স্থাপন করিলেন। এর পর নবুয়ত ও খেলাফতের প্রশ্ন লইয়া দুই দলে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। লাহোরী দল প্রচার করিতে লাগিলেন হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) নবী ছিলেন না। নবুওতের দাবীও করেন নাই। কাদিয়ান দল প্রচার করিতে লাগিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) শরিয়তবাহী শেষ নবী; কিন্তু তাঁহার উম্মত হইতেও নবী হইতে পারে, হযরত মির্জা সাহেব একজন উম্মতী নবী, তাঁহার প্রধান কাজ ইসলামকে পুণর্জ্জীবিত, পুন-প্রতিষ্ঠিত করা এবং সমস্ত দুনিয়াতে ইসলাম প্রচার করা। মৌঃ মুহম্মাদ আলী সাহেবও যে পূর্বে ইহা মানিতেন তাঁহার পূর্বকার লেখা হইতে প্রমাণ দেওয়া হইল। এই মত যে কোরআন ও হাদিসের ভিত্তির উপর স্থাপিত, কাদিয়ান পক্ষ হইতে তাহাও প্রমাণ করা হইল। হযরত মির্জা সাহেবের কেতাব "হকিকাতুল অহি" হইতেও দেখাইলেন যে, তিনি নবুয়তের দাবী স্পষ্ট ভাষায় করিয়াছেন।

খলিফা সম্বন্ধে লাহোরী বা পয়গামী দল (উহাদের প্রধান মুখপত্র ছিল দৈনিক পয়গামে সুলেহ্‌। এই জন্য উহাদিগকে পয়গামী দল বলা হয়) প্রচার করিল খলিফার কোনোও আবশ্যকতা নাই। কার্য-করী সভার সভাপতিই খলিফার কাজ করিবেন এবং তিনি আঞ্জুমানের অধিকাংশের মতে কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন। কাদিয়ান জমাতের মতে খলিফা নির্বাচিত হইবেন। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পরে তিনি আজীবন খলিফা থাকিবেন, তিনি শুরা কমিটির অর্থাৎ জমাতের প্রতিনিধিদের পরামর্শ লইয়া কাজ করিবেন; কিন্তু তিনি যদি মনে করেন তাঁহারা ভুল করিতেছেন তবে তাঁহাদের সকলের মতের বিরুদ্ধে তিনি নিজের মত অনুসারে কাজ করিতে পারিবেন।

নূতন খলীফার নির্বাচনের পর আমি প্রথমতঃ তালিমুল ইসলাম হাইস্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হইলাম। তারপর গ্রীষ্মকালে মে অথবা জুন মাসে ওয়ালেদ সাহেব কেবলা আমার ছোট ভাই বেলায়েত আলীকে সঙ্গে লইয়া কাদিয়ানে আসিলেন। এখানে তিনি আহ্‌মদীয়া মতবাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি উর্দু কিছু জানিতেন। হযরত

মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তকও পড়িতে লাগিলেন। তারপর হযরত মসিহ্ মাউদের সত্যতা যখন তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল তখন তিনি বয়েত করিলেন। বেলায়েত আলীও বয়েত করিল। তাহাকে হাইস্কুলে থার্ড ক্লাশে (বাংলা দেশের ক্লাশ এইটে) ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। আমরা হাইস্কুলের ফটকের উপরিস্থিত উত্তর দিকের কামরায় থাকিতাম।

একদিন খুব বৃষ্টি হইল। রেতিছেলার বড় বট-গাছের দিক হইতে পানি নীচের দিকে 'ঢাবে" (ডোবা) যাইতেছিল এবং ঢাব হইতে পুটি মাছ পানির সঙ্গে উপরে উঠিতেছিল। আমরা এক তরকারী আন্দাজ পুটি মাছ ধরিলাম। সে মাছ ধরায় আমাদের (পিতা পুত্র) তিন বাঙ্গালীর কি আনন্দ! একখানা ছুরি দিয়া মাছ কুটিয়া লইয়া পাক করিয়া খাওয়া হইল। সেদিন আমাদের একটা বিশেষ দিন গেল। প্রায়ই থাকায় বাবাজান কাদিয়ানে খাওয়া সম্বন্ধে রোজ ঘি পাক মাংস হইলেও বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার তামাক (হুকা) খাওয়ার অভ্যাস ছিল। ওখানে তামাক না পাওয়ায় তিনি বেশ একটু অসুবিধা বোধ করিতেন। ১৯২৫ সনে আমি ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি তিনি তামাক খাওয়া একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আহ্মদী জমাতে তামাক শুধু মকরুহ নহে, ইহা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। হুকা, বিড়ি, সিগারেট এবং তামাকজাত দ্রব্য খাওয়া জামাতে নাই বলিলেও হয়।

[ইহার পরের ঘটনাবলী জনাব মির্জা আলী আখন্দ সাহেবকে **dictate** করিয়া অনেকটা লিখিয়া দিয়াছি। তিনি সরকারী কার্যোপলক্ষে বগুড়ায় প্রায় দুই মাস আমার বাসাতেই ছিলেন। তিনি বাংলার আহ্মদী জামাতের ইতিহাস লিখিতেছেন; আমার জীবনস্মৃতি ইহাতে যতটা লেখা হইয়াছে তিনি তাহা পড়িয়া লইয়াছেন এবং তাঁহার একান্ত অনুরোধেই আমি যতটা পারিয়াছি তাঁহাকে **dictate** করিয়া দিয়াছি।]

১৯১৪ সনের গ্রীষ্মকালে আমরা তিনজন, অর্থাৎ আমি, বাবাজান ও বেলায়েত আলী বাড়ীতে আসিলাম। আমার ভগ্নিপতি মৌলবী একরাম আলী সাহেবকে জনাব মির্জা খোদা বক্স প্রণীত 'আছ্লে মুছাফ্ফা" (عسل مصفی) নামক কেতাব আগেই পড়িতে দিয়াছিলাম। একদিন সোনারায় গ্রামে তাঁহাদের বাড়ীতে গেলাম। তখন রমজান মাস, ঈদের অল্প কয়েক দিন বাকী আছে। মুন্সী যাকের মুহাম্মাদ সাহেব মৌলবী একরাম আলীর পিতা। তিনি আমার ফুপাও হইতেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি শুনিয়াছি তুমি পাঞ্জাবে গিয়া একজনকে ইমাম মাহ্দী বলিয়া মানিয়া লইয়াছ, ইহা সত্য কি না।" আমি বলিলাম, "হাঁ ইহা সত্য।" তিনি বলিলেন, "তুমি কি প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে ইমাম মাহ্দী বলিয়া মানিয়া লইয়াছ?" আমি বলিলাম, "কোরআন হাদীস হইতে আপনাকে আমি কোনো দলিল বা প্রমাণ দিতে পারিব না, কিন্তু একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়া গিয়াছেন, 'আমি তোমাদের নিকট দুইটী জিনিস রাখিয়া যাইতেছি, যত দিন তোমরা এই দুইটী জিনিস শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকিবে ততদিন তোমরা (মুসলিমগণ) দুনিয়াতে বড় হইয়া থাকিবে, কিন্তু এই দুইটী জিনিস যখন তোমরা ছাড়িয়া দিবে তখনই তোমাদের অধঃপতন হইবে। সে দুইটী জিনিসের একটি হইতেছে কোরআন এবং অপরটি হইতেছে আমার সুন্নত।' ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্র রছুলের কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। যতদিন মুসলিমগণ কোরআন ও সুন্নতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল ততদিন তাহারাই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল, কিন্তু যখনই তাহারা এই দুইটি জিনিসকে

ছাড়িয়া দিল, কোরআনের প্রতি আন্তরিক ইমান রহিল না এবং সুন্নতও ত্যাগ করিল তখন হইতেই সবদিক দিয়া তাহারা সেই উচ্চাসন হারাইতে আরম্ভ করিল এবং বর্ত্তমান যুগে তাহারা অধঃপতনের চরমতম স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষাগুণে, কাদিয়ানে আমি দেখিলাম, কোরআন এবং সুন্নতের আলোচনার নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে প্রত্যহ কোরআনের দুইটি দর্‌ছ্‌ হয়, একটি পুরুষদের জন্য এবং অপরটি নারীদের জন্য। হযরত খলিফা সাহেব এই দর্‌ছ্‌ দেন। ফলে কাদিয়ানে কোরআনের যেরূপ চর্চ্চা হয় পৃথিবীর আর কোথাও সেরূপ হয় না। সেখানে সকলেই কোরআনে পড়িতে জানে এবং পড়ে ও বুঝে। রাস্তার মুটে মজুর পর্য্যন্ত কোরআন পড়িতে পারে এবং অনেকে উহার তরজমা জানে। স্ত্রীলোকদের মধ্যেও এইরূপ। কাপড়ের দোকানদার,—যখন গ্রাহক থাকে না তখন কোরআন পড়ে, অথবা অন্যকে বুঝায়। গ্রাহক আসিলে জিনিস বিক্রয় করিয়া আবার কোরআন পড়া আরম্ভ করে। কোরআন পড়া, কোরআন বুঝা, কোরআনের শিক্ষানুসারে নিজের জীবন গড়িয়া তোলা এবং এই শিক্ষা দুনিয়াতে প্রচার করা—ইহাই সেখানকার লোকদের একমাত্র লক্ষ্য। মুন্সী সাহেব আমার কথা শুনিয়া [তিনি এবং আমরা যে চৌকির (তক্তপোষ) উপর বসিয়াছিলাম] চৌকির উপর হাত দিয়া সজোরে এমন থাবা দিলেন যে, তাহাতে বেশ শব্দ হইল এবং বলিলেন, "এমাম মাহ্‌দীর তো এই কাজই হইবে—কোরআন এবং সুন্নতকে নূতন করিয়া জারি করা। তখন রমজান মাসের শেষ সপ্তাহ। তিনি আমাকে বলিলেন, "আমাদের এই সোনারায়ের মাঠে ঈদের নামাজ তুমিই এবার পড়াইবা।" আমি বলিলাম, "আপনার যা হুকুম, আমি বান্দা হাজির আছি।"

ঈদের দিন আমরা সোনারায়ের মাঠে নামাজ পড়িতে গেলাম—বাবাজান কেবলা, আমি, বেলাইত আলী মরহুম মদন মণ্ডল ও কেরামত চাচা। আব্বাছ আলীও (পরে মোক্তার হইয়াছিলেন) সম্ভবতঃ আমাদের সঙ্গে ছিল। আমি নামাজ পড়াইয়া যে খোৎবা দিয়াছিলাম তাহা ছুরা ফাতেহার ব্যাখ্যামাত্র যাহা হযরত সাহেবের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম। মুন্সী জাকের মুহম্মদ সাহেব আমার খোৎবা শুনিয়া এত সন্তুষ্ট হইলেন সে, মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া তিনি সমবেত মুছল্লিদিগকে বলিলেন—(তাহাদের সংখ্যা ১০০০ এক হাজারের কম ছিল না)—আপনারা যে খোৎবা শুনিলেন যদি ইহা মনোযোগ দিয়া শুনিয়া থাকেন তাহা হইলে আপনাদের ৫০ বৎসরের এবাদতের কাজ হইবে।

ছুটির সময় যখন কাদিয়ানে গেলাম তখন হযরত সাহেবকে এসব কথা বলিলাম, এবং ইহাও আরজ করিলাম যে, হুজুর, আমি যদি এই সময় কোন আলেমের সঙ্গে সমস্ত বাংলা দেশ ভ্রমণ করিতে পারিতাম তাহা হইলে বোধ হয় বেশ কিছু তবলিগের কাজ হইত। আমার এ প্রস্তাব হুজুর পছন্দ করিলেন। কয়েকদিন পর তাঁর আদেশ মত হযরত মৌলানা সুফি হাফেজ রওশন আলী (রাঃ) সাহেবের সঙ্গে আমি বাংলা দেশে তবলিগের ছফরে বাহির হইলাম। হযরত হাফেজ সাহেব একখানা কেতাবও সঙ্গে লইলেন না, কারণ তিনি শুধু কোরআনের হাফেজ ছিলেন না, হাদিছ ও হযরত মছিহে মাউদ (আঃ) এর কেতাব গুলিরও হাফেজ ছিলেন এবং ইসলামের বড় বড় আলেম-গণের কেতাবগুলিও যেন তাঁহার নখাগ্রে ছিল। কিন্তু পোষাক ও পরিচ্ছদ ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে ছিলেন। আমরা প্রথমতঃ সাজাহানপুরে জনাব হাফেজ মোখতার আহ্‌মদ সাহেবের বাড়ীতে একদিন

ছিলাম তারপর পাটনায় একদিন, এবং মুঙ্গেরে একদিন ছিলাম। কাদিয়ানের একটি মেয়ের মুঙ্গেরে বিবাহ হইয়াছিল, হাফেজ সাহেব সেই মেয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে একটি টাকা দিয়াছিলেন। পরে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, টাকা-পয়সার অভাব দূর করা সম্বন্ধে আপনাকে একটা ﻳﺮ অর্থাৎ—গোপন তথ্য বলিয়া দিই, সেটা ইহতেছে যখন অভাবে পড়িবেন তখন কিছু সদকা দিবেন অর্থাৎ—আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কিছু খরচ করিবেন, আল্লাহ্‌তা'লা আপনার অভাব দূর করিবেন। এই দেখুন আমি কাদিয়ান হইতে আসিবার সময়ে মাত্র একটি টাকা সঙ্গে আনিয়াছিলাম, কারণ ঘরের খরচ দিয়া আর টাকা ছিল না। ঐ টাকাটি ছদকা দিলাম, পরে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে তার বদলে দশ টাকা দিয়াছেন। (মুঙ্গেরে যাহারা তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল তাহারা তাঁহাকে কিছু কিছু নজরানা দিয়াছিল।) আল্লাহ্‌তা'লার ওয়াদা ইহাই যে, অন্ততঃ দশগুণ দিবেন। আমার কাপড়-চোপড় বাবদ সামান্য যা দরকার তা ইহাতেই পূর্ণ হইবে। আল্লাহ্‌তা'লার উপর তাঁহার তয়াক্কুল দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। তারপর আমরা বগুড়ায় চলিয়া আসি। আমরা বগুড়াতে চাচার ওখানেই উঠিলাম। চাচা তখনও আমার শ্বশুর হন নাই। বগুড়ায় তবলিগ করিতে চেষ্টা করায় ভয়ানক বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন হইলাম। সাতানীর মস্‌জেদ প্রাঙ্গনে হযরত হাফেজ সাহেব বক্তৃতা করিতেছিলেন। সেই সভায় বহু লোক আসিয়াছিল। বিরুদ্ধবাদীগণ যখন দেখিল যে, হাফেজ সাহেবের বক্তৃতা লোকগণ খুব মনোযোগ দিয়া শুনিতেছে, এবং তাহাদের মনে বেশ একটা ছাপ পড়িতেছে তখন, বগুড়া জেলাস্কুলের তদানিন্তন হেড্ মৌলবী মাহ্‌মুদুল্লা সাহেব দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন "এইসব কুফরি কালাম আমরা শুনিব না, আপনারা সকলে চলিয়া যান।" ইতিমধ্যে আছরের নমাজের আজান দেওয়া হইল, সভা ভঙ্গ হইল। তৎপরদিন মিউনিসিপ্যাল স্কুলে আমার বক্তৃতা ছিল, কিন্তু বিরুদ্ধবাদীগণের সর্বস্থানে নিষেধ প্রচারের জন্য সভায় লোক অধিক আসিল না। যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে উপস্থিত (হিন্দু এবং মুসলমান) কয়েকজনের নিকট পরে জানিতে পারিয়াছিলাম তাঁহারা আমার কথাগুলি বেশ পছন্দ করিয়াছিলেন।

ইহার পর আমরা আমাদের দিগদাইড় গ্রামের বাড়ীতে যাই। সুখানপুকুর ষ্টেশন হইতে নামিয়া আমরা পদব্রজে সর্দনকুটীঘাটে গেলাম, সেখান হইতে নৌকায় হাটখোলাপাড়ায় গিয়া নামিলাম। মরহুম আব্বাছ আলী ও তাহার পিতা এবং জ্যেঠা সাহেবান হাফেজ সাহেবকে অভ্যর্থনা করার জন্য নদীর পাড়ে আসিয়াছিলেন। বাবাজান কেবলা আসিয়াছিলেন কিনা মনে নাই। আমাদের বাড়ীতে হযরত হাফেজ সাহেব দুই কি তিনদিন ছিলেন সঠিক মনে হইতেছে না। তাঁহাকে দেখিতে এবং তাহার বক্তৃতা শুনিতে গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু লোক আসিত। ভাই আব্বাছ আলী ও মাতা সাহেবা এবং ছোট বোন আয়েশা এই সময় বয়েত করিয়াছিল। নিকটবর্তী গ্রাম সমূহের আলেমদিগকে ডাকা হইয়াছিল; কিন্তু কেহ আসে নাই। দিগদাইড় হইতে আমরা সোনারায়ে গিয়াছিলাম। ঐ গ্রামে পৌছিয়া একটি বড় পাকুড় গাছের নিচে বসিয়া হযরত হাফেজ সাহেব দোওয়া করিলেন। ইসলামের শিক্ষা এই যে, কোন নূতন সহর বা গ্রামে গিয়া এইভাবে প্রার্থনা করিবে। "হে আল্লাহ্‌তা'লা এই স্থানকে আসমানী ও জমিনী সর্বপ্রকার বালা মুছিবত হইতে রক্ষা কর। এই স্থানের লোকদিগকে রুজী দাও, ইহাদের উপর রহম কর। এখানকার নেক লোকদের সঙ্গে আমার মহব্বত করিয়া দাও এবং দুষ্ট লোকদের দুষ্টামী হইতে আমাকে রক্ষা কর। আমি যেন এই স্থানে তোমার নাম, তোমার মহিমা প্রচার করিতে পারি। তোমার মনোনীত

কাজ করিতে পারি।" তারপর আমরা মুন্সী যাকের মুহাম্মাদ সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তখন সূর্যাস্তের প্রায় এক ঘণ্টা বাকী ছিল। পূর্বেই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, বহু লোক উপস্থিত ছিল। জাগুলি মাদ্রাসার হেড্ মৌলবী সাহেবও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে হাফেজ সাহেবের প্রথম কিছু কথাবার্তা হইল। মৌলবী সাহেব তর্ক আরম্ভ করিলেন; কিন্তু হাফেজ সাহেবের কথা শুনিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই এমন চুপ হইলেন যে, আর মুখ খুলিলেন না। বৃদ্ধ মুন্সী জাকের মুহাম্মাদ সাহেব বলিলেন, "বুঝিয়াছি আর বলিতে হইবে না, হুজুর আমাদের বয়েত গ্রহণ করুন। তখন মুন্সী সাহেব, এবং মৌলবী এক্রাম আলী এবং তাহার কনিষ্ঠ তিন ভাই,—এবং অন্দরে মুন্সী সাহেবের স্ত্রী, এবং আমার ভগ্নি মৌলবী (এক্রাম আলীর স্ত্রী) এরা সকলেই বয়েত করিলেন।

পরদিন আমরা দিগদাইড়ে ফিরিয়া গিয়া ময়মনসিংহ যাত্রা করিলাম। তথায় বিশেষ পরিচিত কোনও লোক না থাকায় আমরা ডাক বাংলায় উঠিলাম। একদিন ডাক বাংলায় থাকার পর হাফেজ সাহেব বলিলেন, "এখানে নামাযে আমার মন ভালভাবে বসে না, বোধ হয় এখানে মদ খাওয়া হয়, বদকারী হয় এই জন্য। আপনি দেখুন অন্য যায়গা পাওয়া যায় কি না।" তারপর আমরা টাউনের ভিতরে এক হোটেলে ছিলাম। ময়মনসিংহের গভর্ণমেণ্ট প্লিডার এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান খান বাহাদুর মোহাম্মাদ ইসমাইল সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, "আমার এক মামু আছেন, তিনি আপনাদের জামাতের লোক।" পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তাঁর সেই মামুর নাম মৌলবী রইসউদ্দিন খাঁ (রাজিঃ)। তিনি বহুকাল রেঙ্গুনে পোষ্ট-মাষ্টার ছিলেন (তখন ব্রহ্মদেশ ইংরেজের অধীনে ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল) এবং সেইখানে কতিপয় পাঞ্জাবী আহ্মদীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ সাহেব (আঃ)-এর ইমাম মাহদী হওয়ার দাবীর কথা শুনিতে পান এবং কাদিয়ানে গিয়া হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার হাতে বয়েত গ্রহণ করেন। জনাব রইসউদ্দিন খাঁ (রাজিঃ) সাহেবের বাড়ী নাগেরগাঁ গ্রামে। ঐ গ্রাম ময়মনসিংহ টাউন হইতে প্রায় ৩০।৩২ মাইল দূরে। যাতায়াতের অসুবিধা ছিল বলিয়া হযরত হাফেজ সাহেব বলিলেন যে, মফঃস্বলে অতদূর যাওয়ার আমাদের এখন সময় নাই।

ময়মনসিং কলেজ হোষ্টেলে এক সভা হয় তথায় হযরত হাফেজ সাহেব বক্তৃতা দেন। হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (তিনি কলেজের প্রফেছার ছিলেন) যদিও মুখালেফ ছিলেন কিন্তু আমাদের সহিত বেশ ভদ্র ব্যবহার করেন।

ময়মনসিংহ হইতে আমরা ঢাকা যাই। ঢাকায় স্কুলের **Dist. Dy. Inspector** মৌলবী সৈয়দ মোহছেন আলী সাহেবের বাসায় উঠি। ইনি আমাদের বিরুদ্ধ দলভুক্ত হইলেও বাহ্যতঃ ভদ্র ব্যবহার করিতেন। নবাব সলিমুল্লা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য হযরত হাফেজ সাহেব এবং আমি নবাব বাড়ীতে গেলাম। সংবাদ দেওয়া হইল। নবাব সাহেব একদিন পর আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। হযরত হাফেজ সাহেব পর দিন ঢাকা গভর্ণমেণ্ট সিনিয়ার মাদ্রাসা দেখিতে গেলেন, আমি সঙ্গে ছিলাম। মদররেস্গণ হযরত হাফেজ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিতে পারিলেন ইনি একজন সাধারণ আলেম নহেন। মৌলবী জিল্লুর রহমান সাহেব তখন ঢাকা মাদ্রাসার ছাত্র। তিনি আমাদের সঙ্গে পরে দেখা করিয়াছিলেন। পরে ইনি আহ্মদী হন এবং আহ্মদী

প্রচারক নিযুক্ত হন। ৩০ বৎসারাধিক কাল বাংলা দেশে প্রচারকের কাজ করিয়া কয়েক বৎসর হইল অবসর গ্রহণ করিয়া বর্তমানে (১৯৫৭) নারায়ণগঞ্জে তাঁহার পুত্র মির্জা আতাউর রহমানের সহিত বাস করিতেছেন। *

৩য় দিবসে যখন আমরা নবাব বাড়ী আহ্সান মঞ্জিলে গেলাম তখন জানিতে পারিলাম তৎপূর্ব দিবসে নবাব বাহাদুর ঢাকার বিশিষ্ট আলেমদিগকে ডাকাইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল তাঁহার সাক্ষাতে আলেমগণের সহিত হযরত হাফেজ সাহেবের আহ্মদীয়া মতবাদ সম্বন্ধে কথাবার্তা হউক; কিন্তু আলেমগণ তাঁহাদের দুর্বলতা ঢাকিবার জন্য নবাব সাহেবকে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি (নবাব সাহেব) এখন অসুস্থ আছেন, তাঁহার সাক্ষাতে বহছ হইলে উত্তেজনার সৃষ্টি হইবে, সুতরাং বহছ না হওয়াই ভাল। নবাবপুত্র খাজা হাবিবুল্লা সাহেব [বর্তমানে ১৮৫৭ ইনি ঢাকার নবাব বাহাদুর] আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, 'হযরত নবাব সাহেব এখন অসুস্থ অবস্থায় আছেন। তাঁহার সম্মুখে ধর্মালোচনা হইলে উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের আরও ক্ষতি হইতে পারে, এই জন্য তিনি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অপারগ।" কথাগুলি উর্দুতে বলিলেন।

আমরা ঢাকা হইতে বরিশালে যাত্রা করিলাম। তথা হইতে মৌলবী আবুল হাশেম খাঁ চৌধুরী সাহেব (স্কুল সমূহের সহকারী ইনস্পেক্টর; পরে তিনি বিভাগীয় ইনস্পেক্টর হন, খান সাহেব এবং চাকুরীর শেষ দিকে খান বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষা বিভাগে বেশ নাম করিয়াছিলেন) কয়েকখানা চিঠি এবং টেলিগ্রাম দিয়া আমাদের জন্য আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা যাওয়াতে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন সাহেব বি এল উকিল এবং আরও কয়েকজন স্থানীয় নেতার সঙ্গে যোগ দিয়া হযরত হাফেজ সাহেবের কয়েকটা বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলেন। হাফেজ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার সম্বন্ধে হাশেম সাহেবের উচ্চ ধারণা হইল। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত হাফেজ সাহেব একজন অলি-আল্লাহ্ এবং উচুদরের আলেম। হাফেজ সাহেবের কথার যৌক্তিকতা এবং বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে আবল-তাবল না বকিয়া (যেমন সাধারণ মৌলবীগণ বলেন) বক্তৃতার বিষয়টির দিকে ঠিক লক্ষ্য রাখিয়া ধারাবাহিক ভাবে তাঁহার কথাগুলি বলিয়া যাওয়া, তাঁহাকে সময় অল্প দেওয়া হইলে ঠিক সেই অল্প সময়ের মধ্যেই যুক্তির সহিত তাহা শেষ করা ইত্যাদি বিশেষত্ব মৌলবী আবুল হাশেমের মনে গভীর ছাপ দিয়াছিল। শেষে তিনি আহ্মদী জামাতে দাখেল হওয়ার ইচ্ছা নিজেই প্রকাশ করিলেন, তবে আমাদের সঙ্গেই কাদিয়ানে গিয়া সালানা জলসায় যোগ দিবেন এবং হযরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহের হাতে বয়েত করিবেন এইরূপ বলিলেন। কথা এইরূপ ঠিক হইল যে, আমরা বরিশাল হইতে কলিকাতায় যাইব। সেখানে কয়েকদিন কিছু কাজ করা যাইবে। তখন ডিসেম্বর মাস (১৯১৪), ইতিমধ্যে হাশেম সাহেব ছুটী লইয়া কলিকাতায় আমাদের সঙ্গে যোগ দিবেন এবং আমরা একত্রে কাদিয়ান রওয়ানা হইব।

কলিকাতার আঞ্জুমানে হযরত হাফেজ সাহেবের সম্ভবতঃ বক্তৃতা হইয়াছিল; আমার সঠিক স্মরণ নাই। আমি একদিন তাহাকে লইয়া মৌলানা মোহাম্মাদ আকরাম খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। মৌলানা সাহেব তখন সাপ্তাহিক "মোহাম্মাদী" পত্রিকার

* তিনি গত ১৯৬৪ ইসাব্দের মার্চ মাসে পরলোকগমণ করিয়াছেন। —সম্পাদক আহ্মদী।

সম্পাদক। আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা নামক একটি সমিতি স্থাপন করিয়া সেই সমিতির এবং "আল-ইসলাম" (উক্ত সমিতির মুখপত্র) নামে একটি মাসিক পত্রিকার, এ উভয়ের সম্পাদক। তখন তিনি আহ্‌মদী জমাতের ঘোর বিরোধী। হাফেজ সাহেবও মৌলানা সাহেবের মধ্যে প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা শুরু হইল। মৌলানা সাহেব প্রথমতঃ বেশ জোরেশোরে কথাবার্তা চালাইতে লাগিলেন; কিন্তু হাফেজ সাহেবের কথাতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এমন চুপ হইয়া গেলেন যে, তারপর হাফেজ সাহেব প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত বলিয়া গেলেন; কিন্তু মৌলানা সাহেব আর মুখ খুলিলেন না। হাফেজ সাহেবের কথা শেষ হইলে মৌলানা সাহেব শুধু এই মাত্র বলিলেন, "হা এইসব বিষয়ে অধ্যয়ন করার এবং বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখার দরকার।" কথাবার্তা অবশ্য উর্দুতে হইল।

আর একদিন বৈকালে আমরা বাংলার বিখ্যাত পীর মৌলানা আবু বকরের সহিত চাঁদনী বাজারে দেখা করিতে গেলাম। পীর সাহেব মুরিদান বেষ্টিত হইয়া বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন। আমরা সালাম দিলে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমাদের পরিচয় পাইয়াও মুরিদগণের সহিত কথাবার্তা বলিয়াই যাইতে লাগিলেন। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল—কিন্তু তাঁহারা কথাবার্তা পূর্ববত চলিতে লাগিল। আমাদের দিকে বড় একটা ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। শেষে আমাদিগকে বিদায় দেওয়ার সময়, আমার যতদূর মনে হয়, বলিলেন, "আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তার জন্য বহু সময়ের দরকার, আজ আমার আর সময় নাই।"

ইতিমধ্যে চৌধুরী আবুল হাশেম খাঁ সাহেব কলিকাতায় আসিয়া গেলেন এবং তাঁহার সহিত আমরা কাদিয়ান যাত্রা করিলাম। সালানা জলসার অল্প কয়েকদিন পূর্বে আমরা কাদিয়ানে পৌঁছিলাম। ইহা ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা।

(ক্রমশঃ)

সংশোধনী

হযরত মৌলবী মোবারক আলী সাহেব লিখিত "আমার জীবন স্মৃতিতে" বেশ কয়েক স্থানে ছাপার ভুল রহিয়াছে। সে জন্য আমরা দুখিত। ১৫।৩০শে আগষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার জীবন স্মৃতিতে (১৬৭ পৃষ্ঠায়) একটি বড় ভুল রহিয়াছে। উহার সংশোধিত রূপ নিম্নে দেওয়া হইল।

Independence is independence, it should not be hedged in by condition or limitation. Let full, complete independence of India be your political ideal.

কাশমীরের কাহিনী

সাপ্তাহিক "লাহোর" পত্রিকা হইতে অনুদিত

(কাশমীর ইতিহাসের কয়েকটি গোপন পাতা)

আজ হইতে পচিশ বৎসর পূর্বের কথা। পাঞ্জাবের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের জনৈক যুবক কাশমীর গিয়াছিলেন। ফল-গাম-এ কয়েকদিন অবস্থান করিবার পরে যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন তাঁহার মালপত্র বহন করিবার জন্য মজুরের প্রয়োজন হইল। দেশীয় রাজ্যের তৎকালীন প্রচলিত আইনানুযায়ী মজুর সংগ্রহ করার দায়ীত্ব ছিল সরকারী কর্মচারীদের উপর। অতএব সরকারী কর্মচারীদিগকে জানান হইলে তাহারা কয়েকজন মজুর পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদিগকে মালপত্র দেওয়া হইল। তন্মধ্যে একজন একটি ট্রাঙ্ক তুলিয়া লইল এবং কিছুদূর যাওয়ার পর ট্রাঙ্কটি এক উচ্চস্থানে রাখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "হায় মুজি" (মা গো!)। তাহার এই উক্তি এতই বেদনাপূর্ণ ছিল যে, সেই সম্ভ্রান্ত যুবকের অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি মজুরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার এই বেদনা মিশ্রিত হা হুতাশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

উত্তরে সে বলিল, "হুজুর আমি মজুর না। আমার আজ বিবাহ এবং বরযাত্রীসহ বিবাহ করিতে যাওয়ার কথা। কিন্তু সরকারী লোকজন আমাকে বেগার হিসাবে এখানে ধরিয়া আনিয়াছে। একদিকে বরযাত্রীগণ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে অপরদিকে কন্যাপক্ষ চিন্তা করিতেছে যে, এখন পর্যন্ত বর আসিল না কেন? যে পর্যন্ত সরকারী লোকজন আমাকে ছাড়িয়া না দিতেছে সে পর্যন্ত আমার পক্ষে সেখানে যাওয়া অসম্ভব।"

"কিন্তু সেই ওয়েকফীল্ড যখন চাকুরী হইতে অপসারিত হইয়া নিজ দিনপঞ্জী প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি ইহা লিখিতে বাধ্য হইলেন যে, ১৯৩১ সনে সংঘটিত দাঙ্গা হাঙ্গামায় যাঁহারা নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বক্ষে গুলি বিদ্ধ হইয়াছিল।"

(য. আ. দ্বারা লিখিত)

স্বাধীনতার সংকল্প

ইহা এমনই বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল যে, ইহা শুনিবার পর কেহ ব্যথিত না হইয়া পারে না। সেই সম্ভ্রান্ত যুবক হৃদয়বান ও দয়াদ্রচিত্ত ছিলেন। কাশমীরবাসীর এই অত্যাচারের কাহিনী তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিল। সুতরাং তিনি সেইদিন সংকল্প করিলেন, 'আমি আজ হইতে এই অত্যাচারিতদের পরাধীনতার শিকল কাটিবার জন্য সর্বপ্রকারের চেষ্টা চালাইয়া যাইব, যতক্ষণ পর্যন্ত না পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন না হইয়া পড়ে। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে এবং সেই যুবকের সত্য সংকল্পের ফলস্বরূপ মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে এই পরাধীন এবং অসহায় রাজ্যে জনসাধারণের অন্তরে স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তায়ালা সেই যুবককে কাশমীরবাসীর খেদমতের এমনই সুযোগ দিয়াছেন যে, পাক-ভারত উপমহাদেশের কোন নেতাই তাহা পান নাই।

ঠিক নয় বৎসর পরে

এই ঘটনার নয় বৎসর পরে সেই সম্ভ্রান্ত যুবক পুনরায় কাশমীর আগমন করিলেন। তিনি একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন না বরং তিনি তখন বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র তরফ হইতে মানব জাতির দুঃখ দরদ এবং প্রেমের দায়ীত্ব বহনের এক গুরুভার তাহার প্রতি অর্পন করা হইয়াছে। এ যাত্রায় তিনি পুনরায় নিজ চক্ষে হৃদয়বিদারক দৃশ্যাবলী দেখিলেন। ইহার ফলে কাশমীর-বাসীদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আরও গভীর হইল। তিনি তত্রত্য অধিবাসীদের অবস্থা অধিক গভীরভাবে অনুধাবন করিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি গোপনে নিজ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন এবং অনুগামীগণের সহায়তায় এই সমস্ত অত্যাচারের কারণ সমূহ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

তিনটি উপদেশ

প্রথম সুযোগেই তিনি অত্যাচারিত কাশমীর বাসীদিগের দৃষ্টি তিনটি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিলেন; যথা,—

১ম—পরস্পরের সহিত মিল মহব্বত

২য়—শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব

৩য়—আর্থিক অবস্থা ভাল করা

মোট কথা, সেই বারের ঘটনার পর হইতে সেই মণিষী নিজের সমস্ত ধ্যান ধারণা অত্যাচারিতদের সাহায্যের জন্য নিয়োজিত করিলেন। শীতের দিনে সমস্ত উপত্যকা এবং পাহাড় যখন বরফের মোটা চাদরে আবৃত হইয়া যাইত এবং সমস্ত কাজ কারবার বন্ধ হইয়া যাইত তখন অধিকাংশ দরিদ্র কাশমীরী দিন মজুরী করিবার জন্য পাঞ্জাবাভিমুখে যাত্রা করিত। ব্যবসায়ীগণও নিজ ব্যবসায় মালপত্র লইয়া আসিত এবং বিক্রয় করিয়া শীতের শেষে এখানকার মাল আবার কাশমীরে লইয়া যাইত। কাশমীরবাসীদের এই যাতায়াতের ফলে সেই যুবক কাশমীরবাসীদের হাল হকিকত জানিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইতেন। সুতরাং মহান যুবক সর্বপ্রথমে তাহাদিগকে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ মিটাইয়া ফেলিতে পরামর্শ দিলেন। তৎপরে তাহাদিগকে একতার উপকারিতা বুঝাইয়া দিলেন এবং নিজেদের কলহ বিবাদ মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য চাপ দিলেন।

যথা,— ইহার পরে তিনি তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে, তাহারা যেন নিজ ছেলে-মেয়েদিগকে শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠান। তাহাদিগের মধ্যে বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে পাঞ্জাব এবং অন্যান্য প্রদেশে পাঠাইতে বলিলেন। তিনি তাহাদিগকে এই মহৎ কাজের জন্য সর্ব-প্রকার সম্ভবপর সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। ঠিক এইভাবে তাহাদের আর্থিক দুরাবস্থাকে বিদুরিত করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত কুসংস্কার আবাহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল তাহা দুর করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। কারণ কুসংস্কারের জন্য দরিদ্র জন সাধারনের আর্থিক অবস্থা অধিকতর খারাপের দিকে যাইতেছিল এবং সারা জীবনও দেনা হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাহাদিগকে কর্মহীন না থাকিবার জন্য উৎসাহ দিলেন।

জাগরনের এক সাধারণ লক্ষণ

ক্রমান্বয়ে তাহাদের অন্তরে নিজ নিজ অবস্থা সং-শোধনের স্পৃহা জাগিতে লাগিল এবং চারিদিকে ইহার আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল। সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমুল হইতে লাগিল যে, তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন তাহাদিগকেই করিতে হইবে। এবং যে পর্য্যন্ত ঐ তিনটি বিষয়ের প্রতি আগ্রহ না দেখাইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে না।

সুতরাং কেহ কেহ নিজ সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন আবার কেহ কেহ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর নিজ সন্তানদিগকে পাঞ্জাব পাঠাইলেন। পাঞ্জাবে আগত অধিকাংশ ছাত্রই সেই মহাত্মার দেওয়া বৃত্তির সাহায্যে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে লাগিল।

শুপিয়া হইতে কয়েক মাইল দুরে নামসুর নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। সেই গ্রামে ডার বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত পরিবার বসবাস করেন। তাঁহারা এতদাঞ্চলে গন্যমান্যরূপে পরিচিত। তাঁহাদের চাষবাস এবং ব্যবসা বাণিজ্যও ছিল। সেইজন্য তাহাদের আর্থিক অবস্থা অন্যান্যদের তুলনায় স্বচ্ছল ছিল। হাজী ওমর ডারের নাম আজও লোকের অন্তর হইতে মুছিয়া যায় নাই। এই যুবকসুলভ সাহসী বৃদ্ধ, সেই মহাত্মার সফলকাম উপদেশে প্রভাবান্বিত হইয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়সে লেখা পড়া শিক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং নিজ গ্রামে বয়স্কদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। হাজী ওমর ডার সাহেবের খাজা আবদুর রহমান সাহেব ডার নামে এক পুত্র সন্তান ছিলেন। তিনি এই মহাত্মার মিশনকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য উক্ত অঞ্চলসমূহ সফর করিয়া মুসলমানদিগকে সংঘবদ্ধ করিলেন, তাহাদের আভ্যন্তরিক ভুল বুঝাবুঝির অবসান করিলেন এবং বড় দিগকে লেখাপড়া শিক্ষা করিবার উপকারিতা বুঝাইয়া দিলেন। মোটকথা ধীরে সুস্থে এই আন্দোলন চলিতে লাগিল।

জম্মু এলাকায়ও কোন কোন বন্ধু এই উপায়ে খেদমত করিয়া দিলেন। এম. ইয়াকুব আলি কণ্ট্রাক্টর এম. ফয়েজ আহ্‌মদ কণ্ট্রাক্টর এবং তাঁহাদের কতিপয় সঙ্গী এই জাতীয় সেবায় উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষকদের দুরাবস্থা

কাশ্মীরে নিয়ম ছিল যে, কৃষকগণ সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া কাশ্মীরের প্রধান শস্যশালী (ধান) জন্মাইত। এই শস্য তৈয়ার হইলে সরকারী কর্মচারী সমস্ত শস্য দখল করিয়া লইত। ইহার সঠিক ওজন দিত না এবং মূল্য কম দিত।

এই উপায়ে সমস্ত শস্য সরকারী মালী ষ্টোরে চলিয়া যাইত। অধিকাংশ কৃষক নিজেদের খাইবার জন্য ইহা হইতে কিছুই রাখিতে পারিত না বরং নিজ প্রয়োজনের সময় অনেক রাস্তা হাটিয়া বহু গলা ধাক্কা খাইয়া এবং রকমারী অপমান সহ্য করিয়া যে শস্য এক টাকা মণে বিক্রয় করিয়াছিল তাহা দুই টাকা বা ততোধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইত।

এই মহানুভব যুবক সর্বদা কাশ্মীরবাসীদিগকে বলিতেন, যেন তাহারা সর্বপ্রকার সংশোধনী আন্দোলন আইনের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। কারণ তখনও তাহারা এত দুর্বল এবং অসংঘবদ্ধ যে সামান্য কোন কথার ফাঁক ধরিয়া সরকার তাঁহাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া দিতে পারে, যাহার ফলে তাহাদিগের স্বাধীনতার এই স্থায়ী আন্দোলন অনেকদিন পিছনে পড়িয়া যাইবে।

লর্ড রিডিং-এর নিকট দরখাস্ত

তখনও কাশ্মীরি মুসলমানদের কোন সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। ১৯২২ সনে এই ব্যাপারে বিশেষ সাহসিকতা পূর্ণ এক পদক্ষেপ লওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ভাইসরয় লর্ড রিডিং ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কাশ্মীর বেড়াইতে আসিলে কতিপয় মুসলমান মিলিত হইয়া তাঁহাকে একখানা স্মারকলিপি প্রদান করিল। তাহাতে তাহারা নিজেদের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া দাবী জানাইল ঃ—

১। কৃষকদিগকে জমির মালিকানা স্বত্ব দিতে হইবে।

২। তাহাদিগকে অধিক সংখ্যায় চাকুরীতে নিয়োগ করিতে হইবে।

৩। মুসলমানদের লেখা পড়া শিখিবার জন্য ভাল ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। বেকার খাটুনী সম্পুর্ণরূপে রহিত করিতে হইবে।

মহারাজা তাহাদের এই প্রচেষ্টাকে বিশেষ কু-নজরে দেখিলেন এবং স্মারক লিপিতে দস্তখত প্রদানকারীদিগকে শাস্তি দিলেন এবং কতক জনকে রাজ্যছাড়া করিলেন। ১৯২৫ সনে মহারাজার মৃত্যু হইল। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তাই তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

সংগঠন এবং আন্দোলন

খাজা আবদুর রহমান ডার ইতিমধ্যে নিজ এলাকার সমস্ত কৃষকদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চাও হইতেছিল। কিন্তু কাশমীর সরকারের নিকট ইহা অসহনীয় বোধ হইল; কারণ ইহার মধ্যে দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যাইবার রহস্য নিহিত ছিল। কিন্তু রহমান ডার আইন বিরোধি কোন কাজ করিতেন না। সেইজন্য তাঁহার প্রতি হস্তক্ষেপ করা অসুবিধাজনক ছিল। অনেক চিন্তা ভাবনার পর পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাহাদের অব্যার্থ অস্ত্র নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহাকে গুণ্ডাদলভুক্ত করিয়া জনসমাজে অপ্রিয় করিয়া তুলিতে মনস্থ করিলেন।

তৃতীয় সফর

কাশমীর তখন আশা নিরাশার মধ্য দিয়া যাইতেছিল। এমতঅবস্থায় ১৯২৯ সনে সেই মহানুভব যুবক (যিনি এই সংগ্রামের প্রাণ) তৃতীয় বার কাশমীর আগমন করিয়া মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে জাগরণ আসিতেছে দেখিয়া এবং দীর্ঘকাল যাবত অত্যাচার উৎপীড়নের লক্ষ্যস্থল হইয়া থাকার ফলে যে সমস্ত জমিদার আত্ম-সম্মান হারাইয়া ফেলিয়াছিল তাহাদের মধ্যে আবার নতুনভাবে আত্ম-চেতনার সঞ্চার দেখিয়া তিনি একদিকে যেমন আনন্দলাভ করিলেন অপরদিকে রহমান ডার যিনি এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন, তাঁহাকে পুলিশী জুলুমের লক্ষ্যস্থল হইতে দেখিয়া এবং তাহারা তাঁহার ন্যায় একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে গুণ্ডার লিষ্টভুক্তির চেষ্টায় রত দেখিয়া তিনি অতিশয় মর্মাহত হইলেন। তিনি স্বীয় প্রাইভেট সেক্রেটারীকে (যাহাকে খোদা পরে কাশমীরিদের সেবা করিবার যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছিলেন) কাশমীরের পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেলের নিকট পাঠাইলেন। তিনি পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেলকে জানাইলেন যে, রহমান ডার অতিশয় ভদ্র নাগরিক, সম্ভ্রান্ত জমিদার, সৎ ব্যবসায়ী এবং তাঁহার পরিবার এতদাঞ্চলে চিরকালই গণমান্যরূপে পরিচিত। কৃষকদের প্রতি পক্ষ সমর্থনের জন্য ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পুলিশ ইনস্পেক্টার জেনারেল আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তিনি কৃষকদের মধ্যে ঐক্য এবং জাগরণের আন্দোলন চালাইতে থাকুন, কিন্তু অশান্তি সৃষ্টির কোনরূপ উৎসাহ যেন তিনি না দেন। আই জি, পুলিশ, অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিকারের আশ্বাস দিলেন। সেই মহানুভব ব্যক্তি একদিকে যেমন কাশমীরি মুসলমান-দিগকে লেখাপড়া শিক্ষা করার জন্য উৎসাহ দিতেছিলেন অপরদিকে তাহাদিগকে জাতির খেদমতের জন্য সরকারী চাকুরীতে অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করিবার জন্যও উৎসাহ দিলেন। তখনকার সময়ে সরকারী উচ্চপদে মুসলমানের সংখ্যা নগন্য ছিল এবং তন্মধ্যে মাত্র ৩।৪ জন ছিলেন দৃঢ় চরিত্রের। রাজ্যের অন্য সমস্ত উচ্চপদ ডোগরা এবং কাশমীরি পণ্ডিতদের করায়ত্ব ছিল।

খলিফা আবদুর রহিমের খেদমত

খলিফা আবদুর রহিম সাহেব (পরবর্তীকালে জম্মু এবং কাশ্মীরের হোম সেক্রেটারী হইয়াছিলেন)

রাজ্যের উচ্চ-পদস্থ অফিসারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। জম্মু ও কাশ্মীরের মুসলমানগণ তাঁহার জাতীয় খেদমতের কথা কখনও ভুলিতে পারিবে না। সেই সময়ের কথা যখন স্যার এস, এন, ব্যানার্জী এবং মিঃ ওয়েকফীলড মন্ত্রী ছিলেন। মহারাজার উপর তাহাদের বেশ প্রভাব ছিল।

খলিফা আবদুর রহীম সাহেব যিনি মুসলমানদের দুরাবস্থার কথা ভালরূপে জ্ঞাত ছিলেন যোগ্যতা পরিশ্রম এবং সততার দ্বারা নিজ উপরস্থ অফিসারদের অর্থাৎ মন্ত্রীদের অন্তরে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি মন্ত্রীদের নিকট আদম শুমারীর রিপোর্ট দাখেল করিয়া মুসলমানদের সংখ্যানুপাতিক চাকুরীর হার দেখাইলেন যাহা অতি নগন্য ছিল। চাকুরীর ক্ষেত্রে সমস্ত সরকারী চাকুরী হিন্দুরা দখল করিয়া বসিয়াছিল। ব্যবসা বাণিজ্য একচেটিয়া ভাবে তাহাদের দখলে ছিল। সংবাদ পত্র এবং সভা-সমিতির কোন স্বাধীনতা ছিল না। কোন সমিতি বা সংগঠন করা নিষিদ্ধ ছিল এবং মুসলমানদের ওয়াক্ফ সম্পত্তি সমূহ রাজ্য সরকারের অধিকারে ছিল। বহু মসজিদকে মাল গুদামরূপে ব্যবহার করা হইতেছিল।

এতদ সমস্ত বিষয়ই স্যার ব্যানার্জি এবং মিষ্টার ওয়েকফীলডের গোচরে আনা হইল।

খাজা গোলাম নবী গীলকার

১৯২৯ সনে সেই মহানুভব ব্যক্তি কাশমীরে অবস্থান কালে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিতেন। শ্রীনগরের যুবকগণ শিক্ষার ফলে চেতনা লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অসীম সাহসী যুবক জনৈক খাজা গোলাম নবী গীলকার এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যাহাই ঘটুক না কেন আমি যুবকদিগকে সুশৃঙ্খল করিয়া গড়িয়া তুলিব। ইহার পর আমরা সকলে মিলিতভাবে মুসলিম যুবকদিগকে কলেজে ভর্তি করার জন্য সর্ব-প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিব যেন শেষ পর্যন্ত তাহারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে।" (ক্রমশঃ)

অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দিন আহ্মদ

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

কোনটা 'অমানবিক'

সিডনীতে কমনওয়েল্থ আইন সম্মেলন হচ্ছে। তাতে অপরাধীদের শাস্তি বিধান নিয়েও আলোচনা চলছে। এই সম্পর্কে পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্ণেলিয়াস অস্ত্রোপচার বা অন্য কোন প্রক্রিয়ার সাহায্যে অপরাধীদের হাত-পা বা শরীরের অপর যে কোন অঙ্গ পঙ্গু করে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাবের কার্যকারিতার প্রমাণস্বরূপ তিনি সৌদি আরবের কথা পেশ করেন। সেখানে চোরের হাত কেটে ফেলার শাস্তি প্রচলিত থাকায় চুরি হয় না বললেও চলে। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে, কারো হাত কাটারও দরকার হয় না।

এই উপলক্ষে সিডনীর বিচারপতি আঁদ্রে কালুহস এই প্রস্তাবকে 'অমানবিক' বলে মত প্রকাশ করেন। উগাণ্ডার প্রধান বিচারপতি স্যার উডোমোর প্রস্তাবটিকে 'প্রতিক্রিয়াশীল এবং হাজার বছরের পশ্চাৎবর্তী বলে উল্লেখ করেন।

আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের পক্ষে বিচার-পতিদের মতামতের বিচার করতে বসা হয়ত অশোভণীয় বলে গন্য হতে পারে। কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের মনের কোণে যে সব প্রশ্ন উদয় হয় ওসবকে চেপে রাখাও ত ঠিক হবে না।

যদি এই প্রস্তাবটিকে অ মানবীয় বলে গণ্য করা হয় তবে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে অপরাধীগিকে মোটেও শাস্তি না দেওয়া আরো বেশী মানবীয় হবে না কি যদি তাই হয় তবে বিচারের কোন প্রয়োজন থাকবে কি? তা'ছাড়া অপরাধ করাটা মানবীয় কি অ মানবীয় তাই প্রথমে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। যদি ইহা মানবীয় বলে গণ্য হয় তবে শাস্তিটাও কখন কখন অমানবীয় হতে পারে বৈকি। আসল কথা হলো মানব প্রকৃতিতে যা আছে তার সবটাকে মানবীয় ধরে নিলেও সবটাই তার এবং সমাজের জন্য মঙ্গলের নয়। এজন্য ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলের জন্যই অপরাধীর শাস্তির বিধান করতে হয়েছে। ব্যক্তিকে শোধরানের জন্য যেমন সচেষ্ট হতে হবে তেমনি সমাজকেও রক্ষা করতে হবে। ব্যক্তিকে শোধরাতে গিয়ে সমাজের ক্ষতি করলে একজন নয়, বরং বহুর ক্ষতি সাধন করা হয়। সুতরাং যতটুকু এবং যেভাবে শাস্তি দিলে অপরাধ দমন হবে ততটুকু এবং সেভাবে শাস্তি দেওয়াই উচিত। তাতে যদি সমাজ হতে অপরাধ কমে যায় তবে ত অন্যথা কাকেও ধ র শাস্তি দিতে হবে না।

প্রস্তাবটিকে 'প্রতিক্রিয়াশীল ও হাজার বছরের পশ্চাৎবর্তী' বলে গণ্য করতেও কয়েকটি প্রশ্ন জাগে। প্রথমতঃ দেখতে হবে শাস্তি হিসেবে বর্তমানে যেসব ব্যবস্থা চালু আছে তাতে যদি অপরাধের মাত্রা বড়েই চলে তবে এই সব ব্যবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকাতে 'প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রকাশ না পেলেও সমাজ জীবন দিন দিন জরাজীর্ণ হয়েই চলবে। দ্বিতীয়তঃ কোন কিছুকে হাজার বছরের পুরাতন বলেই যদি আমরা উড়িয়ে দেই তবে আমাদের প্রগতি নয় গতিও একেবারে রোধ হয়ে যাবে। হাজার হাজার বছর পূর্বে ভাষা লিখন পদ্ধতি, ১, ২, ৩..... ইত্যাদি এবং আরো কত মৌলিক আবিষ্কার হয়েছে। প্রগতির নামে ওসবকে ছেড়ে দিলে বিচারপতিরা বিচারের আসন খুজে পাবেন কি?

সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ করতে এগিয়ে আসতে হবে। পুরাতন বা নতুনের প্রশ্নটা অবান্তর।

কালো রং ভালনয় তবে...

আমেরিকায় থাকাকালে কোন একটি বড় গো-খামার দেখতে যাই। খামারের মালিক, তাঁর পত্নী এবং তাঁদের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবীও আমাদের সাথে ছিলেন। বিরাট খামার। হাজার হাজার গরু চরে বেড়াচ্ছে। লাল ও কালো দু'জাতের গরু ছিল খামারটিতে। খামার মালিকের পত্নী বার বার আমাকে কাল জাতের গরুর প্রশংসা শুনাচ্ছিলেন। এদের মাংসও যে খুব উপাদেয় তা বল্লো। বাজারে এদের চাহিদা খুব বেশী তাও শুনালো। কিছুক্ষণ তাঁর কথা শুনার পর আমি তাকে বললাম—তুমি যা বলছ তা' কিছুতেই ঠিক হতে পারে না। আমার কথা শুনে বেচারী মনে করলো আমি বোধ হয় তাঁর কথা বুঝতে পারি নি। তাই বুঝানোর জন্য আবার কসরৎ শুরু করে দিল। আবার আমি বললাম, তা যত 'ফ্যাক্টস্' 'ফিগারস্' (**Facts, figures**) দিয়েই বলো

না কেন এরূপ হতেই পারে না। এই সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। তখন মেম সাহেব উপস্থিত সবাইর মনোযোগ আকর্ষণ করে শুনালো—মিঃ আলী কিছুতেই আমাদের ঐ জাতের গরু যে উচ্চতর মানের ঐ কথা মানতে রাজী নয়। সবাই তখন এক সুরে জিজ্ঞেস করে বসলো, মিঃ আলী তুমি আমাদের বহু বছরের অভিজ্ঞতার কথা কিসের উপর ভিত্তি করে নাকচ করে দিচ্ছ? উত্তরে বললাম—তোমাদেরই এর চেয়ে আরো বড় অভিজ্ঞতাই বলেই আমি তা অস্বীকার করছি।

তারা জিজ্ঞেস করল, সে কেমন? বললাম—কালো রংগের মানুষ যদি ভাল না হয়, পশু ভাল হবে কেমন করে তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

লাল চেহারা সবাইর আরো লাল হয়ে উঠলো। আমি বললাম—তোমাদিগকে আঘাত দেওয়ার জন্য একথা বলি নি। আমি মানুষকে সে যে রংগেরই হউক না কেন খোদার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে বুঝি। কাল গরুর মধ্যে যদি খোদা এত গুণ দিতে পারেন, কালো মানুষের মধ্যেও তিনি তা দিতে পারেন না—একথা অন্ধ গোড়ামি ছাড়া মানার কোনই পথ দেখছি না।

মেম সাহেব তখন আনন্দের হাসি হেসে আমার সাথে হ্যাণ্ড সেক্ করলো এবং বল্লো মিঃ আলী তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। কিন্তু মনে হলো উপস্থিত আর সবাই যেন ঐ খোলা চোখ তেমন পছন্দ করলো না। তারা যেন ঐ চোখে ধূলো দিতে পারলেই খুশী!

আহ্মদী-জগৎ

আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছাইব।

– হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর ইলহাম

সংগ্রহ – এ, টি, চৌধুরী

১। স্পেন হইতে মিশনারী ইনচার্য মোকররম চৌধুরী করম ইলাহী জাফর সাহেব জানাইছেন যে, স্পেনের ভাইস প্রেসিডেন্ট, আর্চবিশপ, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক বহু সংখ্যক কর্মচারী এবং পাত্রীদিগের নিকট মৌখিক তবলীগ করা হইয়াছে ও জামাতের বহু প্রচার পুস্তক বিতরণ করা হইয়াছে। খোদার ফজলে **D. Francisco Pozo** নামক এক স্পেনীয় যুবক ইছলাম কবুল করিয়াছেন। তাঁহার মুছলমানী নাম জাফরউল্লা রাখা হইয়াছে। প্রতি রবিবারে মিশন হাউসে নিয়মিতভাবে নওমুছলেমদিগকে দীনিয়াত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

২। আল-ফজলে প্রকাশিত খবরে প্রকাশ যে মোহতরম সাহেবজাদা মির্জা মোবারক আহ্মদ সাহেব (উকিলুত তবশির) আফ্রিকা মহাদেশের আহ্মদীয়া মুছলীম মিশনগুলি পরিদর্শনের পর তাঁহার সেক্রেটারী মোকররম মীর মছউদ আহ্মদ সাহেব সহ নিরাপদে লণ্ডন পৌছিয়াছেন। লণ্ডনে তিনি এক সপ্তাহ অবস্থান করিবেন ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন জামাত পরিদর্শন করিয়া স্কেণ্ডেনেভীয়া প্রত্যাবর্তন করিবেন।

৩। ইংলণ্ড প্রবাসী পূর্ব পাকিস্তানী আহ্মদী মোঃ শফাফত আলী জানাইতেছেন যে, ইংলণ্ডের

বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের মধ্যে বাংলা পুস্তক এবং প্রচারপত্র বিতরণ করা হইয়াছে, ফলে জনৈক পূর্ব পাকিস্তানী আহ্‌মদীয়াতের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন ও বয়েত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। লণ্ডন হইতে তারযোগে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ গত ২৫শে মে তারিখে সাউথ হলে স্থানীয় আহ্‌মদীদের চাঁদায় নব নির্মিত আহ্‌মদীয়া মসজিদের শুভ দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন উকিলুত তবশির মোহতরম সাহেবজাদা মির্জা মোবারক আহমদ সাহেব। এই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন লণ্ডন মসজিদের ইমাম মোকররম বি, এ, রফিক সাহেব এবং আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতি মোহতরম চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব।

৫। জামাতে আহমদীয়া আমেরিকার সেক্রেটারী ও অন্যতম মিশনারী মোকররম জওয়াদ আলী জানাইতেছেন যে, গত তিন মাসে ওয়াশিংটন, শিকাগো ডেটন, পীটাসবার্গ প্রভৃতি সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত মিশনারী মোকররম শুকুর এলাহী, মোকররম মেজর আবদুল হামিদ এবং মোকররম আবদুর রহমান খাঁ বাঙ্গালী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গীর্জা এবং মিশন হাউসে ইসলাম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু লোকের মধ্যে জামাতের প্রচার পুস্তক বিতরণ করা হয়। মিশন হাউসে আগত বহু সংখ্যক পাদ্রী, ছাত্র এবং উচ্চ শিক্ষিত লোকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। তবলিগের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত জামাতগুলি পরিদর্শন করা হয় এবং তবলিগী জলসা ও দরছের ব্যবস্থা করা হয়। খোদার ফজলে এগার জন বয়েত করিয়া ইছলাম কবুল করেন।

৬। স্কেণ্ডেনেভীয়ার মিশনারী ইনচার্জ মোকররম কামাল ইউসুফ সাহেব জানাইতেছেন যে, উকিলুত তবশির মোহতরম সাহেবজাদা মির্জা মোবারক আহমদ সাহেব ইংলণ্ড সফর সমাপ্ত করিয়া নিরাপদে কোপেনহেগেন পৌছিয়াছেন।

৭। সিঙ্গাপুর মিশনের ইনচার্জ মিশানারী মোকররম মোহাম্মাদ সিদ্দিক সাহেব চার্চ অব ইংলণ্ডের আর্চ বিশপ অব কেনটারবরী ডাঃ মাইকেল রামজের আগমন উপলক্ষে এক তবলিগী পত্র প্রদান করেন, এবং ইসলাম সম্বন্ধে ১৬ খানা পুস্তকের একটি সেট প্রদান করেন। আর্চ বিশপ এই উপহার গ্রহণ করিয়াছেন।

৮। এক খবরে প্রকাশ, হালে বর্মী ভাষায় এক খানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে সকল ধর্ম প্রবর্তক এবং ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রকার বিদ্রূপ করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ইহাতে লিখিত আছে যে, (নাউযুবিল্লাহ) রসুল করীম (সাঃ) নাকি একদিন মদ্যপান করিয়া নেশাগ্রস্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যান, তখন একদল শূকর তাঁহাকে আক্রমন করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলে। ইহার পর হইতে তিনি কোরআনে মদ এবং শূকর হারাম বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন। এই বিষয়ে বার্মা জামাতে আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্ট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলে এবং বার্মা সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানাইলে বর্মা সরকার এই পুস্তকটির সকল কপি বাজেয়াপ্ত করেন। কিছুদিন আগে আমেরিকায় মৃগীরোগ সম্বন্ধে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, ইহাতে বিভিন্ন মৃগী রোগীর চিত্রও প্রদর্শিত হয়। এই সকল চিত্রের মধ্যে রসুল করীম (সাঃ)-এর কল্পিত ছবিও ছিল। ইহা জনৈক আহ্‌মদী ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ফলে তিনি এই সংবাদ আমেরিকায় আহ্‌মদীয়া চীফ মিশনারীকে জ্ঞাত করেন। ইহার পর বিভিন্ন আহ্‌মদীয়া মিশনের তরফ হইতে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলে কতৃপক্ষ এই কল্পিত ছবিটি অপসারণ করেন এবং এই কাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। (দৈনিক আলফজল পত্রিকা হইতে)।

৯। হামবুর্গ হইতে প্রকাশিত একটি প্রশিদ্ধ পত্রিকায় জমাতে আহ্‌মদীয়ার প্রচার কার্য সম্বন্ধে

লিখিতে যাইয়া ১৬ ৬।৬৫ তারিখের সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে, "পশ্চিম আফ্রিকায় জামাতে আহ্‌মদীয়ার তরক্কী সম্বন্ধে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঘানায় ২৪৭টি মিশন; সিয়েরা লিওনে ৪৪; নাইজেরীয়ায় ৩৮টি মিশন আছে। ঘানায় ১৫১টি মসজিদ, নাইজেরীয়ায় ২৯টি এবং সিয়েরালিওনে ৪৫টি মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। ঘানায় জামাতের ১২টি স্কুল; নাইজেরীয়ায় ১০টি এবং সিয়েরালিওনে ৪টি স্কুল আছে। এইরূপ পূর্ব আফ্রিকাতেও জমাতে আহ্‌মদীয়া ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারে রত রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচার কেন্দ্র দারুছ-ছালাম ও নাইরুবীতে রহিয়াছে। এই পর্যন্ত ২০টি মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। ইউরোপেও জমাত নিয়মিতভাবে তবলীগ করিতেছে। ইংলণ্ড, স্কেণ্ডেনেভীয়া, হলাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড এবং জার্মানীতে মিশন রহিয়াছে। জার্মানীতে হামবুর্গ এবং ফ্রেঙ্ক.ফার্টে মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছে। নিওরবুর্গেও একটি মিশন আছে, ইহার ইনচার্জ জনৈক জার্মান নওমুসলেম।" (**Der Nordspiegel** পত্রিকা)।

১০। তাহ্‌রিকে জাদীদ প্রধান মোহ্‌তরম সাহেবজাদা মীর্জা মোবারক আহ্‌মদ সাহেব এবং স্কেণ্ডেনেভীয়ার প্রাক্তন মোবাল্লেগ মোকররম মসউদ আহমদ সাহেব আফ্রিকার বিভিন্ন মিশনগুলি পরিদর্শনের পর পাকিস্তানে ফিরিবার পথে কতিপয় ইউরোপীয় মিশনও পরিদর্শন করেন। তাঁহার জার্মানী সফরকালে হামবুর্গ এবং ফ্রেঙ্ক.ফার্ট মিশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান হয়। উভয় স্থানে তিনি সাংবাদিক এবং টেলীভিশন প্রতিনিধিদের সঙ্গেও মিলিত হন এবং তাহাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। জুরিক মিশনেও তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। ইহাতে তুর্কি, মরক্কো, আলবানিয়া, আফ্রিকা ভারত এবং পাকিস্তানের মুসলমানগণ উপস্থিত ছিলেন। তাহা ছাড়া ঐ দেশীয় নওমুসলীমগণও যোগদান করেন। তুর্কি এবং আলবানিয়ার মুসলমানদের পক্ষ হইতেও মিয়া সাহেবকে পৃথক মানপত্র প্রদান করা হয়। সুইজারল্যাণ্ডের পুরাতন আহ্‌মদী মিঃ আবদুর রশিদ ভোগাল সুইস মুসলীমদের পক্ষ হইতে মানপত্র পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানে বহু খ্রীষ্টানও উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের মধ্য হইতে জনৈক কেথলিক তাহার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আহ্‌মদীয়া জমাতের কার্যাবলীর প্রশংসা করেন। উল্লেখযোগ্য যে মিয়া সাহেব মিশন হাউসে গমন করিয়া সর্ব প্রথম সেখানকার নব নির্মিত মসজিদে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন।

আহ্‌মদীগণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

অনেকে ভুল ধারণা রাখে যে, আহ্‌মদীগণ মক্কার পরিবর্তে (নাউজুবিল্লাহ্‌) কাদিয়ানের হজ করিয়া থাকে এবং মক্কাকে তাহারা উপেক্ষা করে। এই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য আমাদের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা বশীরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহমদ (আঃ)-এর কবিতা ও খোতবা হইতে কতকগুলি উদ্ধৃতি তুলিয়া দিলাম।

১। যে মুসলিমের স্কন্ধদেশে এহরামের চাদর

নাই তাহার মধ্যে আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যের বিকাশ হইতে পারে না। (কালামে মাহমুদ্‌)

এই কবিতায় কাবা শরীফের হজকে আল্লাহ্‌ তায়ালার সৌন্দর্য্য বিকাশের কারণ সাব্যস্ত করিয়া সক্ষম ব্যক্তিদিগকে কাবা শরীফের হজব্রত পালন করিবার জন্য উৎসাহ দান করা হইয়াছে।

২। হজ ইসলামের ধর্মীয় স্তম্ভ সমূহের মধ্যে অন্যতম। ইসলাম মানব সমাজকে হজের প্রতি মনযোগী হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছে। যাহাদিগকে আল্লাহ্‌-তায়ালা আর্থিক সঙ্গতি দান করিয়াছেন এবং যাহাদের স্বাস্থ্য ভ্রমনের কষ্ট সহিবার উপযোগী তাহাদের উপর হজ ফরজ করা হইয়াছে যেন তাহারা বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের হজের কাল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হয়।

(তফসীরে কবীর, ৫ম খণ্ড, ১ম ভাগ, ৩০।৩৯ পৃষ্ঠা)

৩। খোদা সাক্ষী আছেন কাবার ঘর কাদিয়ান অপেক্ষা আমার নিকট বহুগুণে প্রিয়। আমি আল্লাহ্‌ তায়ালার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি এবং আমি জানি আল্লাহ্‌তায়ালা সেদিন দেখাইবেন না; কিন্তু খোদা না করুন যদি এমন কোন সময় আসে যখন পবিত্র কাবা ও কাদিয়ান উভয়ই বিপদগ্রস্ত হয় এবং এতদুভয়ের যে কোন একটিকে মাত্র রক্ষা করার সুযোগ থাকে তবে আমি মুহূর্ত মাত্র চিন্তা করিব না কোনটিকে রক্ষা করা হইবে বরং বিনা দ্বিধায় বলিব যে, পবিত্র কাবার ঘর রক্ষা করা আমার প্রাথমিক কর্তব্য হইবে এবং কাদিয়ানকে আমরা আল্লাহ্‌তালার হাওয়ালা করিয়া দিব।

কাদিয়ানকে খোদা এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যেন ইহার দ্বারা মহান মক্কা এবং পবিত্র মদিনার সম্মান পুনঃ সংস্থাপিত হয়।

ইহা (কাদিয়ান) সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষা পবিত্র; কিন্তু মক্কা ও মদিনার অধিন।

(ইং ১৯৩৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে আল-ফজলে প্রকাশিত খোতবা দ্রষ্টব্য)।

রবওয়া কাবার মহত্বের জন্য দোওয়া করিতে থাকিবে; রবওয়ার জন্য কাবার দোওয়া পৌঁছিতে থাকুক।

(কালামে মাহমুদ)

৪। বায়তুল্লাহ্‌কে খোদাতায়ালা হজের জন্য পছন্দ করিয়াছেন এবং এই স্থান ছাড়া কিয়ামত পর্যন্ত হজের জন্য কোন দ্বিতীয় স্থান নাই।

খোদার ফজলে হাজার হাজার আহ্‌মদী হজ করিয়াছেন এবং করিবার ঐকান্তিক আগ্রহ রাখেন।

অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দিন আহ্‌মদ

আমি তোমাদিগকে সীমার ভিতরে থাকিয়া উপকরণ বা উপয়াবলম্বন করিতে নিষেধ করি না; কিন্তু যে খোদা উপকরণ প্রদান করিয়াছেন তাঁহাকে ভুলিয়া অন্যান্য জাতিদের অনুকরণে শুধু পার্থিব উপকরণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করি।

—হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)

'Al-Bushra'

Illustrated Quarterly Journal in Arabic.

Published by:

Al-Jamia Ahmadiyya, Rabwah,

West Pakistan.

ARTICLES CONTRIBUTED BY
EMINENT WRITERS OF THE ARAB WORLD

Annual Subscription:

Pakistan Rs. 5·00

Other Countries—Sh. 10/-

—Post Free—

The East African Times

AN ENGLISH LANGUAGE MAGAZINE

Published fortnightly in

KENYA

on

CULTURAL SOCIAL, RELIGIOUS, EDUCATIONAL POLITICAL AND CONTEMPORARY AFFAIRS OF KENYA and E. AFRICA.

Annual Subscription Sh. 10/-

Write to

P. O. Box 554

NAIROBI, KENYA

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে এবং অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :	লিখক—হযরত গোলাম আহমদ (আ:)
২।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন :	,, মৌলবী মোহাম্মাদ বি. এ.
৩।	মৌজুদা ইছাইয়ত কা তারেফ (উর্দ্দু)	,, মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী
৪।	Jesus live up to the old age of 120	,, মৌলানা জালালউদ্দীন শামছ্
৫।	সুসমাচার	,, আহমদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৭।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:)	,, ,,
৯।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
১০।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১১।	ওফাতে ইছা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১২।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বর ?	,, ,,
১৩।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ (যন্ত্রস্থ)	,, ,,
১৪।	হোশান্না ,,	,, ,,
১৫।	ইমাম মাহদীর আবির্ভাব	,, ,,

ইহা ছাড়া জমাতের অন্যান্য পুস্তকও পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান :
এ. টি. চৌধুরী
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.